গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ১০ সংখ্যা (ডিজিটাল) www.ganadabi.com ১০ নভেম্বর ২০২০

বেশি সংখ্যায় ট্রেন চালানোর দাবি

হাওড়া ও শিয়ালদা শাখায় বেশি সংখ্যায় ট্রেন চালানোর দাবি জানিয়ে এস ইউ সি আই(সি) দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৭ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

"অসংখ্য দিনমজুর পরিচারিকা হকার সহ সাধারণ মানুষের যাতায়াত এবং তারই সাথে স্বাস্থ্য বিধি রক্ষা করে লোকাল ট্রেন চালাতে গেলে অধিক সংখ্যায় যদি তা চালানো না হয় তাহলে ভিড় কমানো এবং স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা কোনটাই বাস্তবে সম্ভব হবে না। স্বাভাবিক পরিষেবা চালু যখন থাকে তখনই যে ভীড় হয় তাতেই নিত্য যাত্রীদের যাতায়াতে প্রভূত অসুবিধা হয়। ফলে ৪৫ শতাংশ ট্রেন চলবে আবার কোভিড প্রোটোকল মেনে চলা হবে তা সোনার পাথরবাটি ছাড়া কিছু নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দাবি, ভীড় কমানোর জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় যত সংখ্যক ট্রেন চলত তার থেকে বেশি সংখ্যক ট্রেন চালাতে হবে, হকার ও পরিচারিকা সমেত সমস্ত গরিব মানুষ যাতে ট্রেনে উঠতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে, সমস্ত স্টেশনে ট্রেন দাঁড় করাতে হবে এবং ট্রেনের কামরা স্টেশন প্ল্যাটফর্ম নিয়মিতভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে"।

দেশের শ্রমজীবী মানুষের আহ্বানে ২৬ নভেম্বর

সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট

করোনা মহামারিতে মরছে মানুষ, বিপর্যস্ত তাদের জীবন। কাজ নেই, রোজগার নেই, পরিবারের ভরণ-পোষণ, সন্তানদের পড়াশোনা, ভবিষ্যৎ কোনও কিছুরই কোনও নিশ্চয়তা নেই। সরকার করোনার হাত থেকে জীবন বাঁচানোর কথা বলে আকস্মিক লকডাউন ঘোষণা করেছে, কিন্তু কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিকের বেঁচে থাকা, ঘরে ফেরার কোনও ব্যবস্থাই করেনি। তারা ধুঁকতে ধুঁকতে শত শত মাইল হেঁটেছে। রাস্তাতেই কতজন শেষ নিঃশ্বাসটুকু রেখে গেছে সরকার তার হিসাবটা পর্যন্ত রাখেনি! এই হল গত ৭ মাস ধরে ভারতের খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের সংক্ষিপ্ত চিত্র। অন্য দিকে ধনকুবেরদের সেবাদাস হিসাবে তাদের সীমাহীন লুঠের সুযোগ করে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার। শ্রমিক, চাষি সহ সর্বস্তরের খেটে-খাওয়া মানুষের উপর নেমে এসেছে ভয়াবহ আক্রমণ। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া খেটে খাওয়া মানুষ তাই ডাক দিয়েছে ধর্মঘটের। ২৬ নভেম্বর দেশজোড়া সাধারণ ধর্মঘট। পড়ে পড়ে মার খাওয়ার বদলে প্রতিরোধের আগুন বুকে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর গোটা ভারতের মেহনতি জনগণ।

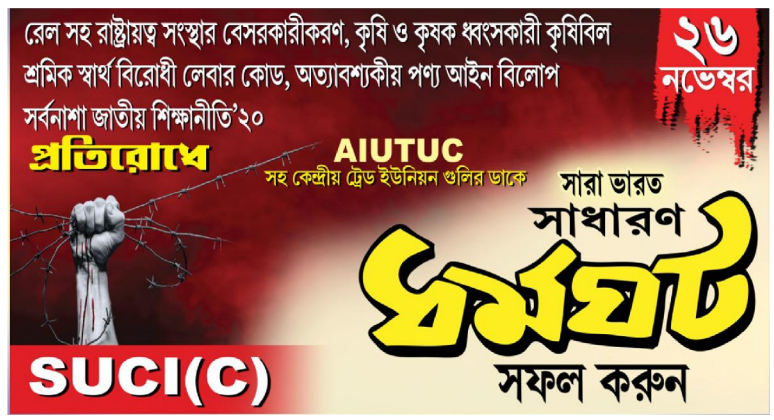

মহামারিতে বিপর্যস্ত মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়েছে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিমালিক ধনকুবের লুঠেরার দল। তাদের সেবাদাস হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার সেই লুঠের পথ সুগম করতে এই সময়টাকেই কাজে লাগিয়েছে। তারা ঠিক এই সময়টাকে বেছে নিয়েছে রেল, প্রতিরক্ষা সহ অন্যান্য সরকারি বিভাগ এবং ব্যাঙ্ক, বিমা, বিদ্যুৎ, তৈলক্ষেত্র, ইস্পাত, টেলিকম, কয়লা সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের শিল্পগুলিকে একচেটিয়া মালিকদের হাতে বেচে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে। ইতিমধ্যেই দেশের ৬টি বিমানবন্দর আদানি গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। ১০৯টি রুটে ১৫১ জোড়া ট্রেন বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার ঘোষণা হয়ে গেছে। গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন, রেল কারখানা, রেলের মাল পরিবহণ পরিষেবা বেচে দেওয়ার সিদ্ধান্তও পাকা। রেলের সর্বাত্মক বেসরকারিকরণ শুধু যেন সময়ের অপেক্ষা। একই সাথে সড়ক পথ, আকাশপথ ও জলপথেরও মালিকানা চলে যাচ্ছে বেসরকারি হাতে। এর ফলে শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তা তো থাকবেই না। বিপুল পরিমাণে বাড়বে রেল সহ সমস্ত পরিবহণের ভাড়া এবং পণ্য মাশুল।

ব্যাঙ্ক থেকে ১০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ঋণ নিয়ে তা আত্মস্যাৎ করেছেন যে সব ভারতীয় ধনকুবের, সেই ঋণের বোঝা সাধারণ মানুষের

দুয়ের পাতায় দেখুন

মহান নভেম্বর বিপ্লবের ১০৩তম বার্ষিকীতে সাধারণ সম্পাদক

কমরেড প্রভাস ঘোষের আহ্বান

আপনারা যথেষ্ট অবগত আছেন যে, শুধু আমাদের দেশের জনগণই নয়, সারা বিশ্বের জনগণ এখনও কোভিড-১৯ জনিত অতিমারির বিরামহীন করাল গ্রাসে কবলিত এবং এই ভয়াল রোগ ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ প্রাণহানি ঘটিয়েছে। অন্য দিকে অভূতপূর্ব বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার আরও তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি মানুষ ছাঁটাই ও বেকারত্বের আক্রমণে ক্ষুধার্ত ও মৃত্যুমুখী। এই দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে মহান নভেম্বর বিপ্লবের ১০৩তম বার্ষিকীর আবেদন আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

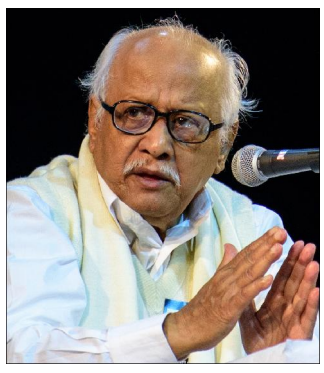

এক কথায় সমগ্র মানবজাতি আজ এক অভূতপূর্ব সংকটের সম্মুখীন। এটা সুস্পষ্ট ভাবে পরিষ্কার যে, যদি সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শাসকবর্গ তাদের অর্থনৈতিক মুনাফার স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দ্রুততার সাথে ব্যবস্থা নিত এবং ক্রমবর্ধমান সামরিক খাতে ব্যয়বৃদ্ধি সংকোচন করে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বাড়াত, তা হলে এই মারণ ভাইরাসের এত ব্যাপক ভাবে ছড়ানো এবং এত বিপুল সংখ্যক প্রাণহানি এড়ানো যেত।

এটাও জানা, অর্থনৈতিক মন্দা এবং তজ্জনিত সংকটগুলি সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী অর্থনীতিরই অনিবার্য পরিণতি। কারণ পুঁজিপতি শ্রেণি, একচেটিয়া পুঁজিপতিরা এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলি সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের স্বার্থে তাদের শোষণযন্ত্রে কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষকে নিষ্পেষিত করে সর্বাধিক শোষণ চালায়। বহু যুগ আগেই মহান মার্কস-এঙ্গেলস বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করে পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই বিধ্বংসী পরিণতির অনিবার্যতার সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়ে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ হতে, বিপ্লব সংঘটিত করতে এবং পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে কমিউনিজমের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

দুয়ের পাতায় দেখুন

সিইএসসি-র বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রচেষ্টা প্রতিহত করুন

ইউনিট প্রতি গড় মাশুল ২.১৪ টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব দিল সিইএসসি। ৩০ সেপ্টেম্বর রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে সিইএসসি কর্তৃপক্ষ এই মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছে। করোনা মহামারি জনিত লকডাউনে ধারাবাহিক ভাবে ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা বন্ধ। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কর্মহীন শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হকার, পরিচারিকা, রিকসা-ভ্যান চালক, মুটে মজুর, দিন মজুর, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী-অস্থায়ী-ঠিকা শ্রমিক, ভিক্ষুক সহ প্রায় ৭০ শতাংশ জনসাধারণ। সংসার প্রতিপালন করতে না পারার গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে চলেছে আত্মহত্যার মিছিল। উপযুক্ত এবং সঠিক চিকিৎসার অভাবে অকালে ঝরে যাচ্ছে কতো সমাজকর্মী, চিকিৎসক সহ সাধারণ মানুষের প্রাণ। এই অবস্থায় মাশুলবৃদ্ধি গ্রাহকদের উপর বিরাট আঘাত।

মুনাফা অটুট রাখতে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর যে কোনও প্রয়োজন নেই অ্যাবেকা আগেই বলেছিল। অ্যাবেকার বক্তব্য ২০১৬-১৭ সাল থেকে কয়লার দাম ৪০ শতাংশ কমেছে, কয়লার উপর জিএসটি ৭ শতাংশ কমেছে এবং কোম্পানির বাণিজ্যিক ও কারিগরী ক্ষতি ২

সাতের পাতায় দেখুন

কমরেড প্রভাস ঘোষের আহ্বান

একের পাতার পর

মহান লেনিন ও স্ট্যালিন নভেম্বর বিপ্লব সংঘটিত করে এই ঐতিহাসিক লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করেছিলেন এবং মানব ইতিহাসে প্রথম এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা ছিল সর্ব প্রকার শোষণ ও অত্যাচার মুক্ত। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সুনির্দিষ্ট প্রয়োগের ভিত্তিতে এই সমাজতান্ত্রিক সমাজ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে এতই উন্নত হয়েছিল যে, তা সকলের জন্য কর্মসংস্থান করতে পেরেছিল। দেশ থেকে বেকারত্ব, ক্ষুধা, ভিক্ষা ও পতিতাবৃত্তি অবলুপ্ত করেছিল, জাতি-জনজাতি-ধর্মগত সংঘর্ষ এবং নারী-পুরুষের অসাম্যের অবসান ঘটিয়েছিল। সস্তায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করার বন্দোবস্ত করেছিল এবং শ্রমজীবী জনগণের জন্য স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিল। প্রত্যেকের জন্য বিনা ব্যয়ে শিক্ষা ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেছিল। এই সমাজতান্ত্রিক দেশই বিশ্বে অস্ত্র উৎপাদন, উপনিবেশ দখল ও যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব দিয়েছিল। উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামকে এই সমাজতান্ত্রিক দেশ সাহায্য করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভয়াবহ ফ্যাসিস্ট শক্তিকে পরাস্ত করে মানবসভ্যতাকে রক্ষায় এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বস্তুত সমগ্র পশ্চিমী পুঁজিবাদী সভ্যতা যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন পূর্ব দিগন্তে উষালগ্ন হিসাবে এই নতুন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছিল, যাকে শুধু বিশ্বের শোষিত জনগণ আশার আলো হিসাবে দেখেছিল তাই নয়, এই নতুন সভ্যতা পশ্চিমী দেশ ও উপনিবেশগুলির মহান মানবতাবাদীদের দ্বারাও অভিনন্দিত হয়েছিল।

কিন্তু ইতিহাসে খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা এই, যে নতুন সভ্যতা কয়েক যুগ ধরে মানবকল্যাণে কাজ করেছে, স্ট্যালিন পরবর্তীকালের নেতৃত্বের কিছু নির্দিষ্ট গুরুতর ভুল ও বিচ্যুতির সুযোগ নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা পুঁজিবাদী শত্রুরা বিশ্বসাম্রাজ্যবাদীদের মদত নিয়ে প্রতিবিপ্লব সংঘটিত করে এই সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

অবশ্য প্যারি কমিউনের পতনের শিক্ষা যেমন মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করে নভেম্বর বিপ্লবকে গাইড করেছে তেমনই রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লবের কারণ সম্পর্কে যে-সব মূল্যবান শিক্ষা মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, সেগুলিও আগামী দিনের সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী আন্দোলনকে গাইড করবে।

বর্তমানে বিশ্বপরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ ও মর্মান্তিক। বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ মৃত্যুশয্যায় শায়িত, কিন্তু এখনও মৃত নয়। কারণ কোনও সমাজ ব্যবস্থারই আপনা-আপনি মৃত্যু ঘটে না। এটা প্রায় পচাগলা শবদেহের মতো জীবনের সর্বক্ষেত্রে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

এ ভাবে আজ পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক, আদর্শগত, রাজনৈতিক, নৈতিক— সব দিক দিয়ে মানবজাতিকে সর্বাত্মক ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পুনরায় আর একটা সমাজ-বিপ্লবের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে পুঁজিবাদের রক্ষকরা, ভাড়া-করা রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদরা দিবারাত্র পরিশ্রম করে যাচ্ছে যাতে মৃতপ্রায় রোগীকে বাঁচানোর জন্য কোনও দাওয়াই খুঁজে পায়। কিন্তু তারা বৃথাই অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

অন্য দিকে ফ্যাসিস্ট পুঁজিবাদী শাসকবর্গের নির্মম দমন-পীড়ন সত্ত্বেও বিশ্বের নানা প্রান্তে জনগণের প্রতিবাদের উত্তাল ঢেউ বারবার মাথা তুলছে। যতই নিষ্ঠুর ও নৃশংস দমন বাড়ছে ততই সকল আক্রমণ অগ্রাহ্য করে গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। অত্যাচারিত জনগণ আজ নির্ভীক, সাহসী ও সংগ্রামী। তারা পরিবর্তন চায়। কিন্তু তাদের সামনে বিপ্লবী আদর্শ, উন্নত সংস্কৃতি, সংগঠন ও নেতৃত্ব নেই। ফলে এই মুহূর্তে সর্বাধিক প্রয়োজন, সকল দেশেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দল গড়ে তোলা ও শক্তিশালী করা যাতে নভেম্বর বিপ্লবের ঐতিহাসিক আহ্বানকে কার্যকর করা যায়।

মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের বিপ্লবী যোদ্ধা হিসাবে আমাদের এই পরিস্থিতিতে ঐতিহাসিক কর্তব্য হল দেশের অভ্যন্তরে দলের বিস্তার ও সংহতি ঘটানো, উন্নত বৈপ্লবিক আদর্শ ও সর্বহারা সংস্কৃতির ভিত্তিতে শ্রেণি সংগ্রাম ও গণআন্দোলন সংগঠিত করা ও তীব্রতর করা এবং এ সবের দ্বারা অন্যান্য দেশের সর্বহারা শ্রেণিকে অনুপ্রাণিত, শিক্ষিত ও সহায়তা করা। আমাদের কাছে মহান নভেম্বর বিপ্লবের ১০৩তম বার্ষিকী এই আহ্বানই জানাচ্ছে।

সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট

একের পাতার পর

ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে সরকার এনেছে ফিনান্সিয়াল সেক্টর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন বিল বা 'এফএসডিআর-২০১৯' বিল। যার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে ওই সমস্ত 'ব্যাঙ্ক লুঠেরা' পুঁজিপতিদের হাতেই তুলে দেওয়ার রাস্তা খুলে যাবে। অনাদায়ী ঋণের বোঝায় ব্যাঙ্ক ফেল করলে সাধারণ আমানতকারীদের টাকা দিয়েই ব্যাঙ্কের দায় মেটানো হবে। ক্ষুদ্র আমানতকারীদের অনেক কষ্টে জমানো টাকার কোনও সুরক্ষা থাকবে না। একাধিক ব্যাঙ্কের মিলন (মার্জার), বহু শাখার ক্লোজার, ডাউনসাইজিং ইত্যাদির মধ্য দিয়ে হাজার হাজার ব্যাঙ্ক-কর্মচারী কাজ হারাবেন। করোনা মহামারির সুযোগে এই সর্বনাশা বিলকে কার্যকরী করতে চাইছে সরকার।

বিদ্যুতের মতো অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাকে পুরোপুরি একচেটিয়া মালিকদের যথেচ্ছ মুনাফা শিকারের ক্ষেত্রে পরিণত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এনেছে 'বিদ্যুৎ বিল (সংশোধনী) -২০২০'। এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ কর্মীদের চাকরির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা নেমে আসবে। সাধারণ গৃহস্থ গ্রাহক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বিদ্যুতের বিপুল মূল্যবৃদ্ধিতে গভীর সমস্যার সম্মুখীন হবেন।

দেশের তথা জনগণের মালিকানাধীন প্রাকৃতিক সম্পদ— কয়লা, লোহা, তামা, অভ্র সহ সমস্ত খনিগুলি দেশি-বিদেশি পুঁজি-মালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে সরকার। জল-জমি-জঙ্গল সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর স্বাভাবিক অধিকার হারাচ্ছে দেশের মানুষ। জ্বালানি তেল-গ্যাসের ব্যবসায় আগেই সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক পুঁজি-মালিকদের মুনাফার অবাধ রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। এখন রাষ্ট্রায়ত্ত ভারত পেট্রোলিয়ামের মতো লাভজনক তেল কোম্পানিকেও বেচে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

মালিক শ্রেণির স্বার্থে ৪৪টি শ্রম আইনকে পরিবর্তন করে ৪টি শ্রম কোডে(বিধি) রূপান্তরিত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এতদিন শিল্প বিরোধ আইনে ১০০ বা ততোধিক শ্রমিক কাজ করলেই শিল্পে লে-অফ, ছাঁটাই, ক্লোজার করতে সরকারের অনুমতি নিতে হত। এখন থেকে তা প্রযোজ্য ৩০০ বা ততোধিক শ্রমিকযুক্ত কারখানায়। উন্নত প্রযুক্তির যুগে এখন ৩০০ শ্রমিক আছে, এমন শিল্পসংস্থাই কম। ফলে দেশের ৭০ শতাংশ কারখানা ও ৭৪ শতাংশ শ্রমিক এই আইনের বাইরে চলে গেল এবং মালিকদের অবাধ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সুযোগ করে দেওয়া হল। কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও মাত্র তিন মাসের নোটিশে ছাঁটাইয়ের প্রশাসনিক নির্দেশ নিঃশব্দে জারি হয়েছে।

চা শিল্পের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জন্য এখনও ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়নি। বিড়ি শ্রমিক, নির্মাণ, মৎস্যজীবী, হকার, মোটরভ্যান, রিক্সা, টোটো চালক, মুটিয়া মজদুর, জরি, তাঁত শিল্পের শ্রমিক সহ অসংগঠিত শিল্পের কোটি কোটি শ্রমিক বাঁচার মতো মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। অঙ্গনওয়াড়ি, আশা, মিড-ডে মিল, পৌর স্বাস্থ্যকর্মী সহ ১ কোটির বেশি স্কিম ওয়ার্কার সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা আজও পাননি।

কেন্দ্রীয় সরকার যে তিনটি কৃষি আইন সম্প্রতি এনেছে, তার ফলে ধান-গম-ডাল-তৈলবীজ-আলু-পেঁয়াজের মতো অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের অবাধ মজুতদারির ছাড়পত্র পেয়ে গেছে বৃহৎ মালিকরা। ফলে খুচরো বাজারে ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধিতে ইতিমধ্যেই নাভিশ্বাস উঠেছে সাধারণ মানুষের। কৃষকদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বহুজাতিক পুঁজির খপ্পরে। বহুজাতিক মালিকদের ইচ্ছামতো দামে কৃষকরা ফসল বেচতে বাধ্য হবে, নতুন কৃষি আইন এ দেশের কৃষকদের সেই দিকেই ঠেলে দিয়েছে। কৃষি উপকরণ, সার বীজ, কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ থেকে শুরু করে সেচের জলের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ— সব কিছুতে কর্পোরেট কোম্পানির শর্তের কাছেই আত্মসমর্পন করতে হবে কৃষককে। আশার কথা পাঞ্জাব হরিয়ানা সহ দেশের নানা প্রান্তে এই কৃষি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন কৃষকরা। তাঁরাও সমর্থন করেছেন শ্রমজীবী মানুষের এই ধর্মঘটকে।

১৯৯১ সাল থেকে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সংকট থেকে উদ্ধার পেতে নয়া উদারনীতিবাদী আর্থিক নীতি নিয়ে একটার পর একটা সরকার চলেছে। তাতে সংকট তো কাটেইনি বরং যত দিন গেছে তা আরও ঘনীভূত হয়েছে। সংকট কাটানোর মরিয়া চেষ্টায় মালিক শ্রেণি শ্রমিক শ্রেণির ওপর আক্রমণের মাত্রা তীব্র করেছে। কোটি কোটি শ্রমিকের রক্ত-ঘাম ঝরানো শ্রমের বিনিময়ে সৃষ্ট সম্পদ ক্রমাগত মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের কুক্ষিগত হচ্ছে। মাত্র ১ শতাংশ ধনী কুক্ষিগত করেছে দেশের ৭৩ শতাংশ সম্পদ। বিজেপি সরকার তার কর্পোরেট প্রভুদের সেবায় এই বৈষম্যকে আরও বাড়তেই সাহায্য করছে। তাই দাবি উঠেছে— সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিককে ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা বেতন দাও, দুঃস্থ পরিবারগুলিকে মাসিক ৭৫০০ টাকা ভাতা দাও। দাবি উঠেছে গ্রাম শহরের সমস্ত কর্মক্ষম মানুষের জন্য কমপক্ষে ২০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি দিক সরকার। ২৬ নভেম্বরের ধর্মঘট এই দাবিকে বধির সরকারের কানে প্রবেশ করাবেই।

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে একদিকে যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি মালিকদের যথেচ্ছ মুনাফার রাস্তা খুলে দেওয়া হচ্ছে। একই সাথে বিজ্ঞানসম্মত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার উপর এসেছে মারাত্মক আঘাত। ভারতীয় ঐতিহ্যের নামে প্রকৃত ঐতিহ্যকে তুলে না ধরে ভারতকে কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের আঁতুড়ঘর হিসাবেই বিশ্বের সামনে উপস্থিত করছে বিজেপি এবং তার পরিচালিত সরকার। পৌরাণিক গল্পকেই সত্য বলে চালানো হচ্ছে।

শোষিত মানুষের ঐক্য ভাঙতে বিজেপি সরকার জাতপাত, ধর্ম-বর্ণের বিভেদকে উস্কানি দিচ্ছে। দাঙ্গা লাগাচ্ছে। গো-কল্যাণের নামে, ধর্মের নামে পিটিয়ে মানুষ খুন করার মতো পৈশাচিক কাজেও সরকারি দলের প্রত্যক্ষ মদত আছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, দলিত সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন যেন সাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার এনআরসি, এনপিআর, সিএএ-র মতো আইনের মধ্য দিয়ে দেশের নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ, বৈরিতাকে বাড়িয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। পূর্ব-পাকিস্তান কিংবা পরবর্তী সময় বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ যাঁরা বহু বছর ধরে ভারতে বসবাস করছেন, এ দেশের উৎপাদনে ভূমিকা নিচ্ছেন তাঁদের জীবনকেও এর মধ্য দিয়ে অনিশ্চিত করে তোলা হয়েছে।

একই সাথে বাড়ছে নির্যাতিতা নারীর আর্তনাদ। এই নির্যাতন রুখবে কি, উত্তরপ্রদেশ সহ নানা রাজ্যে বিজেপি সরকারের মন্ত্রী, প্রশাসন উঠে পড়ে লেগেছে ধর্ষকদের বাঁচাতে! বিজেপি নেতা এমনকি মুখ্যমন্ত্রীরা পর্যন্ত নারী-বিদ্বেষী মন্তব্য করে চলেছেন।

সব মিলিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া জনগণ, শ্রমিক-কৃষকের সামনে আজ একটাই পথ খোলা— সে পথ হল আন্দোলনের পথ। ধর্মঘট সারা দুনিয়ার খেটে খাওয়া নির্যাতিত মানুষের হাতে এক অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার। যে হাতিয়ারকে ভয় পায় শাসক শ্রেণি। তাই ধর্মঘটের কথা শুনলেই ওদের গেল গেল রব ওঠে। সমস্ত প্রচারযন্ত্র, প্রশাসনের নখ দাঁত নিয়ে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ধর্মঘট রুখতে। সেটাই প্রমাণ করে ধর্মঘটের আজকের দিনের প্রয়োজনীয়তা।

২৬ নভেম্বরের ধর্মঘটকে এ জন্যই সর্বাত্মক সফল করার কাজে গোটা ভারতের শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

নয়া কৃষি আইন কৃষকদের সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেবে

২৬ নভেম্বরের সাধারণ ধর্মঘটের অন্যতম দাবি— নয়া কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে হবে। অথচ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সকলেই তো বলেছেন, এই আইন কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই তাঁরা এনেছেন। এই আইনের বলে কৃষকদের এত দিনের দুর্দশা দূর হবে। তা হলে দেশজুড়ে কৃষক সংগঠনগুলি এর বিরোধিতা করছে কেন? কেনই বা তাদের ডাকা গ্রামীণ ভারত বনধে কৃষকরা এমন বিপুল সংখ্যায় সাড়া দিলেন?

নতুন এই কৃষি আইন কৃষকদের সত্যিই ভাল করবে না মন্দ, তা কী দিয়ে বিচার হবে? শুধু গলার কিংবা ক্ষমতার জোর দিয়েই? নাকি অন্য কোনও মাপকাঠি আছে যা দিয়ে যে কেউ সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে? অবশ্যই তার মাপকাঠি আছে। তা হল, প্রথমেই দেখতে হবে, কৃষক জীবনের মূল সমস্যাগুলি কী। কেন পরিবারগুলি উদয়াস্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করলেও যুগ যুগ ধরে তাদের দুরবস্থা ঘোচে না। এ বার দেখতে হবে, কোনও নীতি বা আইন যা কৃষকের স্বার্থে তৈরি বলে বলা হচ্ছে, তা এই সমস্যাগুলির সুরাহা করছে কি না। যদি নতুন আইনের দ্বারা কৃষক জীবনের মূল সমস্যাগুলি, সত্যিকারের সমস্যাগুলি সমাধান হয়, তবেই বলা যাবে সেই আইন সত্যিই কৃষকের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে তৈরি করা। আর তা যদি করতে না পারে, তবে সেই আইনের যত গুণগানই গাওয়া হোক, তার দ্বারা কৃষকের অবস্থার কোনও পরিবর্তনই হবে না।

১৮ অক্টোবর রায়দিঘির গোলপার্কে বিজেপি সরকারের কৃষি আইনের প্রতিবাদে জনসভা। খবর ৪ পাতায়

এই মুহূর্তে যখন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নতুন কৃষি আইনটি পাশ করাল, তখন কৃষকদের জীবনের প্রধান সমস্যা হল ফসলের লাভজনক দাম না পাওয়ার সমস্যা— যে দাম পেলে কৃষকের চাষের খরচ মিটেও অতিরিক্ত কিছু থাকে, যাতে তারা সংসার প্রতিপালন, অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার, পরিবারের চিকিৎসা, সন্তানদের পড়াশোনার ব্যবস্থা, লোক-লৌকিকতার খরচ মেটাতে পারে। বাস্তবে ফসলের এমন দাম যে কৃষক পায় না, তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

বর্তমানে চাষের জন্য খরচ আগের থেকে অনেক বেড়েছে। কৃষক এখন আর নিজে বীজ রাখতে পারে না। সব ধরনের বীজই বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মুঠোয়। ফলে তাদের সর্বোচ্চ মুনাফার খাঁই মেটাতে গিয়ে বীজের দাম আকাশছোঁয়া। একই সমস্যা কৃষির জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় সারের। আগে বেশির ভাগ রাসায়নিক সারই উৎপাদন হত সরকারি ভাবে। ফলে তার দাম ছিল কৃষকদের আয়ত্তের মধ্যে। একের পর এক নানা রঙের সরকার ক্ষমতায় বসে সারের পুরো উৎপাদন ব্যবস্থাটিকেই পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিয়েছে। ফলে সারের দামও আকাশছোঁয়া। কৃষির জন্য সরকারি সেচ ব্যবস্থা নাম কা ওয়াস্তে। ফলে মাটির তলা থেকে জল তোলার জন্য প্রয়োজন বিদ্যুৎ কিংবা ডিজেল। এ দুটিও একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে দুর্মূল্য। আধুনিক কৃষির অপরিহার্য অঙ্গ কীটনাশক। তা-ও উৎপাদন করে একমাত্র বহুজাতিক কোম্পানিগুলিই। প্রতি বছর এর যথেচ্ছ দাম বাড়িয়ে চলেছে তারা। অর্থাৎ কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুরই নিয়ন্ত্রণ দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলির হাতে।

স্বাভাবিক ভাবেই কৃষির খরচ বেড়ে চলেছে লাফিয়ে। ভারতের মতো দেশে কৃষকদের ৮৬ শতাংশই ক্ষুদ্র কিংবা প্রান্তিক চাষি। একটা অংশ রয়েছে ভাগচাষি, যাদের নিজেদের জমি নেই। ফলে বেশির ভাগ চাষিরই ক্ষমতা নেই চাষের এই বিপুল খরচ বহন করার। তাদের এই খরচ মেটানোর জন্য ঋণ করতে হয়। নানা প্রশাসনিক জটিলতা, সরকার এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের জনবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এই ছোট চাষিদের বেশির ভাগই ব্যাঙ্কঋণ পায় না। তাদের ঋণ নিতে হয় মহাজনদের থেকে। সেই ঋণের সুদ অকল্পনীয় রকমের চড়া, কখনও দেড়শ থেকে দুশো শতাংশ পর্যন্ত। স্বাভাবিক ভাবেই চাষের খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় বিপুল। আর এই বিপুল খরচে চাষ করার পর যদি চাষি ফসলের ন্যায্য তথা লাভজনক দাম না পায় তবে তাকে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। সে ঋণ শোধ করতে পারে না। সংসার অচল হয়ে পড়ে। পরিবারের চিকিৎসা, সন্তানের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কৃষককে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়। বাস্তবিক বিগত অর্ধশতক জুড়ে চাষির জীবনের ইতিহাস আসলে সর্বনাশের ইতিহাস, আত্মহত্যারই ইতিহাস।

ফলে প্রধানমন্ত্রী কিংবা বিজেপির অন্য নেতা-মন্ত্রীরা যখন বলেন, নতুন কৃষি আইন কৃষকের স্বার্থরক্ষার জন্যই তৈরি, তখন তাঁদের প্রথম এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে যে, নতুন আইনে কি এমন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যাতে কৃষকরা আর এই সমস্যাগুলির সম্মুখীন হবে না? তাতে কি রয়েছে কৃষির অস্বাভাবিক রকমের বেশি খরচ কমানোর ব্যবস্থা? বীজ, সার, কীটনাশক, বিদ্যুৎ, তেল কোম্পানিগুলি যে গরিব চাষির ঘাম-রক্ত শুষে নেয়, রয়েছে নাকি নতুন আইনে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা? নতুন আইনে কি বলা হয়েছে, ক্ষুদ্র চাষি, ভাগচাষি, মধ্যচাষিরা চাষের জন্য খরচের টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে বিনা সুদে কিংবা নামমাত্র সুদে ঋণ হিসাবে পাবে এবং বেসরকারি তথা মহাজনি ঋণের কারবার আর চালানো যাবে না। নতুন আইনে কি বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অর্থাৎ খরা, বন্যা, কীটের উৎপাতে যদি ফসল নষ্ট হয়ে যায় তবে সরকার সেই ক্ষতি পূরণ করে দেবে? নতুন আইনে কি বলা হয়েছে চাষির খরচ হিসাব করে ন্যায্য তথা লাভজনক দাম সরকার বেঁধে দেবে এবং সরকারই তা কিনে নেবে। এর থেকে কম দামে কোনও ব্যবসায়ী ফসল কিনতে পারবে না। যদি এই সব ব্যবস্থা নতুন আইনে হয়ে থাকে তবেই একমাত্র বলা যাবে এই আইন কৃষক স্বার্থে তৈরি। আর তা যদি না থাকে তবে বুঝতে হবে নানা কথার প্যাঁচে কৃষকদের বোকা বানানো এবং তাদের উপর শোষণের স্টিম রোলারটি চালিয়ে নিয়ে যাওয়াই এর উদ্দেশ্য।

বাস্তব বলছে, নতুন কৃষি আইনে কৃষকের জীবনের জ্বলন্ত এই সমস্যাগুলির কোনওটিরই উল্লেখমাত্র নেই। নেই সমাধানের কোনও দিকনির্দেশ। তা হলে, এই সমস্যাগুলিকে জিইয়ে রেখে কী ভাবে কৃষকদের মঙ্গলের কথা ভেবেছেন বিজেপি নেতারা?

গোটা কৃষিক্ষেত্রটি থেকে সরকার নিজে সরে গিয়ে কৃষকদের মঙ্গলের জন্য ত্রাতা হিসাবে হাজির করেছে কৃষিপণ্যের দেশি-বিদেশি একচেটিয়া কারবারিদের। অর্থাৎ গত সাড়ে সাত দশকে কোনও সরকার যা করেনি তাই নাকি করে দেবে এই সব দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিরা। তার আগে দেখে নেওয়া যাক কৃষক-মঙ্গলের নামে যে তিনটি আইন বিজেপি সরকার নিয়ে এল সেগুলির মূল বিষয় মোটামুটি কী?

প্রথমটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধনী) আইন। এই আইনের বলে যে কোনও বহুজাতিক কোম্পানি বা ব্যবসায়ী কৃষিপণ্য কিনে যত খুশি মজুত করে রাখতে পারবে। দ্বিতীয়টি কৃষকদের (ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা) দামের আশ্বাস ও খামার পরিষেবা চুক্তি আইন। এই আইনের বলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি চুক্তিচাষের মাধ্যমে যে কোনও পণ্য কৃষকদের দিয়ে উৎপাদন করিয়ে নিতে পারবে। তৃতীয়টি, কৃষকের উৎপাদিত, কারবার ও বাণিজ্য (উন্নয়ন ও সুবিধা) আইন। এই আইনের বলে রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত রেগুলেটেড মার্কেট বা মান্ডির বাইরেও কৃষকরা যে কোনও ব্যবসায়ী বা বাণিজ্য সংস্থার কাছে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে পারবে।

এইসব আইনের বলে এখন থেকে আম্বানি-আদানিদের মতো কৃষি পণ্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা ফসল ওঠার সময়েই, যখন দেশের নব্বই শতাংশ ছোট চাষি কম দামেই অভাবি বিক্রি করতে বাধ্য হয় তখন বেশির ভাগ ফসল কিনে নিয়ে বিশালাকায় সব হিমঘরে-গুদামে মজুত করে রাখবে। এর ফলে বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি হবে এবং দাম বাড়বে লাফিয়ে। তখন কোম্পানিগুলি যথেচ্ছ দামে তা বিক্রি করবে। আর সরকারগুলি 'হস্তক্ষেপ করা আইনসঙ্গত কি না' এই বিচারে সময় কাটাতে থাকবে। এতদিন মজুতদারির বিরুদ্ধে আইন ছিল। নির্বিষ হলেও কিছু সরকারি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি ছিল। আন্দোলন এবং গণবিক্ষোভের চাপে কখনও কখনও কিছু ব্যবস্থাও সরকারকে নিতে হত। নতুন আইনের পর আর সে বালাই থাকল না। এর মারাত্মক ফল একদিকে যেমন চাষিদের ভোগ করতে হবে, তেমনই গরিব সাধারণ মানুষ, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত সবাইকেই ভোগ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত চুক্তির মধ্য দিয়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি চাষির থেকে ফসল কিনবে। বিজেপি নেতারা বলছেন, এর ফলে নাকি চাষিরা ন্যায্য দাম পাবে। বিজেপি নেতাদের কথা অনুযায়ী, আম্বানি-আদানি সহ বহুজাতিক কোম্পানিগুলি বিপুল অঙ্কের পুঁজি কৃষিক্ষেত্রে ঢালতে চলেছে চাষিদের বেশি দাম দেবে বলে। এর থেকে হাস্যকর আর কী হতে পারে!

এতদিন পর্যন্ত দেশের বেশির ভাগ রাজ্যেই বড় রিটেলারদের কৃষিপণ্য কিনতে হত এপিএমসি মান্ডির মাধ্যমে। নতুন আইনে এই বাধা কেটে গেল। এখন থেকে সরাসরি চাষির থেকেই ফসল কিনতে পারবে কোম্পানিগুলি। প্রথম প্রথম বহুজাতিক পুঁজি কৃষককে একটু বেশি দাম দিয়ে প্রলোভিত করবে, আবার সরকারও ফসল কেনার ক্ষেত্রে গড়িমসি করবে, ঠিক মতো টাকা বরাদ্দ করবে না, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করবে না এবং এমন অবস্থা তৈরি করবে যাতে চাষি সরকারি মান্ডিতে যাওয়ার সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। এইভাবে সরকারি এপিএমসি মার্কেটগুলো রুগ্ন হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে এবং সমস্ত কৃষিপণ্যের একমাত্র ক্রেতা হবে কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানি। যে চাষি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের থেকে ন্যায্য দাম আদায় করতে পারে না, তারা দেশের সবচেয়ে ধনী কোম্পানিগুলির থেকে সেই দাম আদায় করবে, এমন কথাও বিশ্বাস করতে বলছেন বিজেপি নেতারা!

আইনগুলির চরিত্র থেকেই স্পষ্ট, কৃষকের মঙ্গল দূরের কথা, কৃষক এবং সমস্ত স্তরের জনসাধারণকে এ দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আরও তীব্র শোষণের মুখে ফেলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে গোটা কৃষিক্ষেত্রটিকে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জন্য এমন বেআব্রু করে খুলে দেওয়া হল। অর্থাৎ এতদিন খাতায়-কলমে হলেও যতটুকু রাষ্ট্রীয় তথা সরকারি সুরক্ষা কৃষকদের জন্য ছিল সেগুলিও তুলে দিয়ে সরকার পুরোপুরি হাত গুটিয়ে নিল। একচেটিয়া পুঁজির আগ্রাসী থাবার হাত থেকে বাঁচানোর যতটুকু বিধি-ব্যবস্থা এতদিন ছিল সে সবই তুলে নিয়ে কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের অবাধ লুঠতরাজ চালানোর ব্যবস্থা করে বিজেপি সরকার পুঁজিপতিদের কাছে তার ঋণ শোধ করল।

এই অবস্থায় ব্যাপক কৃষক আন্দোলন এবং গণআন্দোলনই পারে সরকারকে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী এই সব পদক্ষেপগুলি থেকে পিছু হটাতে। পারে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালুতে সরকারকে বাধ্য করতে। তার জন্য প্রয়োজন কৃষকদের ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলা। সেই ঐক্যের প্রয়োজনেই সমস্ত কৃষকদের সামিল করতে হবে এই ধর্মঘটকে সফল করার জন্য।

শিশুকন্যাকে ধর্ষণ এবং হত্যা

দিল্লির পাঞ্জাব ভবনে বিক্ষোভ

পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুরে ধর্ষণ এবং হত্যার শিকার মাত্র ৬ বছরের এক শিশুকন্যা। এই ঘটনায় তীব্র ধিক্কারে ফেটে পড়েছেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। ২৬ অক্টোবর দিল্লির পাঞ্জাব ভবনে এস ইউ সি আই (সি) দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির ডাকে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন বহু সাধারণ মানুষ। দলের দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড আর কে শর্মা বক্তব্য রাখেন।

রায়দিঘিতে প্রতিবাদ সভা

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের উদ্যোগে ১৮ অক্টোবর রায়দিঘীর গোলপার্কে বিজেপি সরকারের কৃষি আইনের প্রতিবাদে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলি বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে, রাজ্যের তৃণমূল সরকারের ব্যাপক দুর্নীতি, দলবাজি, স্বজনপোষণ, নারী নির্যাতন ও মদ বন্ধের দাবিতে সহস্রাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বহু সাধারণ মানুষ সরকারের কৃষি নীতির প্রতিবাদে দলের বক্তব্য শোনেন।

জনসভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য এবং যুব নেতা কমরেড নিরঞ্জন নস্কর, কৃষক নেতা রেণুপদ হালদার, বিশ্বানাথ সরদার, সভাপতিত্ব করেন কমরেড গুণসিন্ধু হালদার এবং উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জ্ঞানতোষ প্রামাণিক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ত্রিপুরার আগরতলায় এক সঙ্গীতশিল্পীর শ্লীলতাহানির প্রতিবাদে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাখার পক্ষ থেকে ২৯ অক্টোবর পুলিশ সুপারের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়।

নদীয়ায় যুব বিক্ষোভ

সরকারি সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ, যুবশ্রীদের চাকরির প্রতিশ্রুতি পূরণ, জব কার্ড হোল্ডারদের সারা বছরের কাজ, পরিযায়ী শ্রমিক কাজ অথবা মাসিক সাড়ে সাত হাজার টাকা ভাতা, অবিলম্বে এএসসি পরীক্ষা নেওয়া, সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ সমস্ত অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ, বিহারের মতো এ রাজ্যেও মদ নিষিদ্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে ১৬ অক্টোবর জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ এবং স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

কৃষ্ণনগর শহরের ফুটবল ময়দান থেকে শতাধিক যুবকের এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসকের দপ্তরে পৌঁছায়। সেখানে বক্তব্য রাখেন এআইডিওয়াইও-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অঞ্জন মুখার্জী এবং জেলা সম্পাদক কমরেড মশিকুর রহমান প্রমুখ।

নয়া কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে হরিয়ানা জুড়ে আন্দোলন

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের তিনটি নয়া কৃষি আইনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠেছে হরিয়ানা, পাঞ্জাব সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে। এআইকেকেএমএস-এর হরিয়ানা রাজ্য কমিটির ডাকে ঝজ্জারের দেবীলাল পার্ক থেকে উপ-সচিবালয় পর্যন্ত বিশাল বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হলেন প্রায় এক সহস্র কৃষক। ২ নভেম্বরের এই বিক্ষোভ মিছিলে রোহতক, গুরগাঁও, হিসার জেলা থেকে আগত কৃষকদের সাথে করনাল, কুরুক্ষেত্র, কৈশল, জিন্দ থেকেও কৃষক প্রতিনিধিরাও যোগ দেন। এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি সত্যবান, রাজ্য সভাপতি অনুপ সিংহ মাতনহেল, রাজ্য সম্পাদক জয়করণ মান্ডৌঠি সহ কৃষক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বহুজাতিক পুঁজির স্বার্থে কৃষকমারা এই আইনের বিরোধিতায় আরও ব্যাপক আন্দোলনের ডাক দেন।

২৫০টি কৃষক সংগঠনের যুক্ত মঞ্চ অল ইন্ডিয়া কিসান সংঘর্ষ কোঅর্ডিনেশন কমিটি ২৬-২৭ নভেম্বর যে ‘দিল্লি চলো’ ডাক দিয়েছে, তাকে সর্বতোভাবে সফল করার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। গ্রামে গ্রামে গণকমিটি গঠন এবং কৃষকদের সভা করে সমস্ত কৃষককে একজোট করার কর্মসূচি নেওয়া হয়।

মূল্যবৃদ্ধি ও বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে দিল্লিতে বিক্ষোভ

নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি এবং রেল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ সমস্ত পরিষেবার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ২৮ অক্টোবর দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল এস ইউ সি আই (সি)। দিল্লির নানা এলাকা থেকে প্রচুর সংখ্যায় শ্রমিক-ছাত্র-যুব-মহিলারা এই বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হন। সমাবেশ থেকে পুলিশ আধিকারিকদের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়।

মধ্যপ্রদেশে বিদ্যুৎ দপ্তর ঘেরাও করলেন গ্রামের কৃষকরা

মধ্যপ্রদেশের গুনা জেলার বরখোড়াগিরদ, পরসোদা, সিরসি সহ ১৫টি গ্রামের কৃষকরা ২৯ অক্টোবর রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির জেলা দপ্তর ঘেরাও করেন। রবি ফসলের মরসুমে সঠিক ভোল্টেজে ২৪ ঘন্টা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল মকুবের দাবি জানান তাঁরা। কৃষক প্রতিনিধিরা বলেন, গ্রামে পর্যাপ্ত ট্রান্সফরমার না বসিয়ে অতি লোডে ভারাক্রান্ত লাইন থেকেই কৃষকদের কানেকশন নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। তাঁদের পাম্প চলছেই না। অথচ মাসের শেষে আকাশছোঁয়া বিদ্যুৎ বিল আসছে। এআইকেকেএমএস-এর রাজ্য সম্পাদক মনীষ শ্রীবাস্তব এই কৃষক বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন।

ভগৎ সিং স্মরণে সাংস্কৃতিক কর্মসূচি

‘নয়া সবেরা’ (নতুন প্রভাত) সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে ১১ অক্টোবর ছত্তিশগড় রাজ্যব্যাপী এক অনলাইন সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ২৫ অক্টোবর প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণার দিনে রাজ্যের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা ছাত্রছাত্রীদের সুস্থ সংস্কৃতিমনস্ক হওয়ার প্রয়োজনীতা নিয়ে আলোচনা করেন।

ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে বিক্ষোভের প্লাবন

ক্ষোভে ফুঁসছে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি। দারিদ্র, বেকারি, ছাঁটাই, দুর্নীতিতে জর্জরিত, কোভিড পরিস্থিতিতে কাজ হারানো, চিকিৎসা না পাওয়া সাধারণ মানুষের প্রতি জনবিরোধী সরকারগুলির দায় ঝেড়ে ফেলার মনোভাবের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ দলে দলে বিক্ষোভে রাস্তায় নামছে সেখানে।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা আজ এগিয়ে চলার শক্তি হারিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ায় গোটা পৃথিবী জুড়েই গরিবি, বেকারি, দুর্নীতির ভয়াল সমস্যায় জনজীবন জেরবার। ল্যাটিন আমেরিকাও ব্যতিক্রম নয়। আর পাঁচটা পুঁজিবাদী দেশের মতো এই অঞ্চলের দেশগুলিতেও সরকার এই সংকটের দায় কোভিড অতিমারির ওপর চাপানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। বাস্তবে এই মারণ-রোগ হানা দেওয়ার অনেক আগে থেকেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিজস্ব নিয়মে প্রবল আর্থিক মন্দায় ধুঁকছে দেশগুলি। কোটি কোটি সাধারণ মানুষের জীবনে দুর্দশার কালো ছায়া ঘনিয়েছে। এর ওপর এসেছে কোভিড অতিমারির ধাক্কা। সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। অপদার্থ সরকারগুলির বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন তাঁরা। গত বছর একের পর এক বিক্ষোভের ঢেউ দেখেছে ল্যাটিন আমেরিকা। এ বছর পুলিশি বর্বরতা অগ্রাহ্য করে আরও বেশি মানুষ রাস্তায় নামছেন।

চিলিতে ভেঙে পড়া চিকিৎসা ব্যবস্থা, 'ফুড ফর চিলি' প্রকল্পে সরকারি অপদার্থতা এবং প্রাপ্য পেনসনের দাবিতে লকডাউন অগ্রাহ্য করে জুলাই মাসের মাঝামাঝি ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান মানুষ। বিক্ষোভকারীদের উপর ব্যাপক হামলা চালায় পুলিস। নির্মম অত্যাচার, ধর্ষণ, রবার বুলেটে চোখ অন্ধ করে দেওয়া ছাড়াও এক বিক্ষোভকারীকে ব্রিজের ওপর থেকে নদীতে ঠেলে ফেলে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে সেখানে।

ব্রাজিলে এ'বছরের প্রথম ছ'মাসে তিন হাজারেরও বেশি বিক্ষোভকারী পুলিশি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন। মেট্রোর ভাড়া বাড়ানোর প্রতিবাদে দেশজুড়ে বিক্ষোভের যে বিস্ফোরণ শুরু হয়েছিল, ক্রমে তার আগুন ছড়িয়ে পড়ে ব্যয়সংকোচের নীতি মেনে সরকারের সামাজিক খাতে খরচ কমানোর প্রতিবাদে। সাম্প্রতিক অতিমারি পরিস্থিতিতে জনসাধারণের দুর্দশায় সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধেও ক্ষোভের ঢেউ আছড়ে পড়ছে সে দেশে।

উত্তাল চিলির ছবি

কলম্বিয়া ল্যাটিন আমেরিকার আরেকটি দেশ। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি মকুবের দাবিতে বিক্ষোভরত ছাত্রছাত্রীরা 'ন্যাশনাল পেডাগজিক্যাল ইউনিভার্সিটি'-র ক্যাম্পাস দখল করে নেয়। যথারীতি পুলিশ সন্ত্রাস চালায় তাদের ওপর। বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়।

মেক্সিকোয় আন্তর্জাতিক নারী দিবসে হাজার হাজার মহিলা বিক্ষোভ দেখান। নারী নির্যাতন বন্ধ ও মর্যাদা নিয়ে বাঁচার অধিকারের দাবিতে রাস্তায় নামেন তাঁরা।

পানামা গত কয়েক মাসে সাক্ষী থেকেছে একের পর এক বিক্ষোভের। দরিদ্র, কাজ-হারা মানুষ উদাসীন সরকারের বিরুদ্ধে জীবনের দাবিতে পথে নেমেছে। অবিলম্বে ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসা-সরঞ্জামের অভাব মেটাতে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে— দাবি তুলেছেন পানামার বিক্ষোভকারীরা।

আর্জেন্টিনায় গভীর আর্থিক মন্দায় জর্জরিত মানুষ খাদ্য ও কাজের দাবিতে পথে নেমেছেন।

ইকুয়েডরে বামপন্থী ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষ জ্বালানিতে সরকারি ভর্তুকির দাবিতে গত বছর তুমুল বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। সম্প্রতি লকডাউন অগ্রাহ্য করে সেখানকার মানুষ ছাঁটাই ও বেতন হ্রাসের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। অতিমারিতে বেকারত্ব বিপুল হারে বেড়েছে ইকুয়েডরে।

গত মাসে রাষ্ট্রসংঘের এক রিপোর্ট আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে বেকার সমস্যা আরও তীব্র হতে চলেছে। ফলে আসন্ন দিনগুলিতে এই এলাকায় দারিদ্রের অন্ধকার দিনে দিনে আরও গভীর হয়ে উঠতে চলেছে— এ কথা বলাই যায়। এও বলা যায়, অসহনীয় জীবনযন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা মানুষ আগামী দিনে আরও অসংখ্য বিক্ষোভে কাঁপিয়ে তুলবে রাজপথ। জনবিরোধী সরকারগুলির পুলিশের হিংস্র লাঠি বা বুলেট ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না তাদের। বার বার তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে লড়াইয়ের ময়দানে। বার বার মার খাবে। অবসান চাইবে জীবনযন্ত্রণার।

ঠিক একই পরিস্থিতি ভারতেরও। গরিবি, বেকারি, চুরি, দুর্নীতিতে জর্জরিত ভারতের মানুষও প্রবল ক্ষোভে বারবার রাস্তায় নামছে। পুলিশের লাঠি-গুলি অগ্রাহ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রতিবাদী বিক্ষোভে। কিন্তু অন্যায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের ওপর মানুষের শোষণকে হাতিয়ার করে গড়ে ওঠা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যতদিন না উচ্ছেদ হয়, ততদিন শত চেষ্টাতেও দূর করা যাবে না এ দুর্বিষহ পরিস্থিতি। এর জন্য চাই বিপ্লব। চাই সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব। প্রয়োজন আশু প্রতিকারের লক্ষ্যে সরকারের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠা আন্দোলনগুলিকে যথার্থ বিপ্লবী নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা হাতিয়ার করে এই কঠিন কাজে ব্রতী ভারতের যথার্থ সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। দুনিয়ার শোষিত মানুষকে মুক্তির পথ দেখানো রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের ১০৩ তম বার্ষিকী উপলক্ষে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, **"...অত্যাচারিত জনগণ আজ নির্ভীক, সাহসী ও সংগ্রামী। তারা পরিবর্তন চায়। কিন্তু তাদের সামনে বিপ্লবী আদর্শ, উন্নত সংস্কৃতি বা সংগঠন ও নেতৃত্ব নেই। ফলে এই মুহূর্তে সর্বাধিক প্রয়োজন সকল দেশেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দল গড়ে তোলা ও শক্তিশালী করা। ..."**

বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে সমাজবিকাশের ইতিহাস বিচারে এটিই গণমুক্তির একমাত্র রাস্তা।

এ বই পথ চেনার

করোনা মহামারির মধ্যেও স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে শারদোৎসবে বুক স্টলের মাধ্যমে আদর্শগত প্রচার জারি রাখল এস ইউ সি আই (সি)। অন্যবারের মতো হাতে হাতে বই নিয়ে মানুষকে বই কেনার অনুরোধ জানানোর উপায় ছিল না এই বছর। ছিল না বাড়ি বাড়ি গিয়ে বই পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচি। মূলত শহর, গঞ্জ বা গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে সুসজ্জিত স্টলে বই সাজিয়ে কর্মীরা বসেছিলেন। সেখানেও মানতে হচ্ছিল স্বাস্থ্যবিধি, পারস্পরিক দূরত্ব। কিন্তু তাতে দলের কর্মী-সমর্থক-দরদিদের উৎসাহের অভাব ছিল না। তাঁরা নিজ নিজ এলাকার স্টল সাজিয়েছেন অতি যত্নে। কেউ কেউ পরিচয় দিয়েছেন নানা ধরনের উদ্ভাবনী শক্তির। তাঁদের চিন্তা— কঠিন এই সময়ে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে সঠিক পথের দিশা। হতাশার অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে পথ চলা মানুষকে দেখাতে হবে আশার আলো।

তার জন্য প্রয়োজন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান আদর্শকে মানুষের সামনে সহজ করে উপস্থিত করা। প্রয়োজন, এই মহান আদর্শকে ভারতের বুকে বিশেষীকৃত করতে গিয়ে মহান নেতা কমেরেড শিবদাস ঘোষ যে জ্ঞানভাণ্ডার রেখে গেছেন তা মানুষের কাছে তুলে ধরা। প্রতিবছরই দেখা যায় এস ইউ সি আই (সি)-র বক্তব্যকে জানার জন্য মানুষের আগ্রহ এতটাই যে, উত্তরোত্তর দলের বইপত্রের বিক্রি বেড়েই চলে। এই বছরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। স্টলে এসে মানুষজন বই দেখেছেন, প্রশ্ন করেছেন, বিজ্ঞানের এত উন্নতির দিনে মহামারিতে এতবড় বিপর্যয় কি পুরোপুরি অনিবার্য ছিল? কী বিশ্লেষণ এস ইউ সি আই (সি)-র? জানতে চেয়েছেন সামাজিক ক্ষেত্রে, রুচি-সংস্কৃতিতে, পারিবারিক ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে, মানুষে মানুষে সম্পর্কে যে বিষ আজ পুঁজিবাদী সমাজ ঢেলে দিয়েছে তার থেকে মুক্তির পথ কী?

কলকাতার উপকণ্ঠে নিউ টাউনে এইবার প্রথম স্টল করেছিল এস ইউ সি আই (সি)। সেখানে একসময় ছিল সিপিএমের একচ্ছত্র দাপট, পরে শাসক বদলেছে। দাপট বেড়েছে তৃণমূলের। কিন্তু দেখা গেল এতকিছুর মধ্যেও মেহনতি মানুষের লাল পতাকা উড্ডীন, আর তা ধরে রেখেছে একমাত্র এস ইউ সি আই (সি)। তাই পুরনো বামপন্থী কর্মীরা এসে বারে বারে বলে গেছেন, ভরসা আপনারাই। এক যুবক এসে বলেছেন, বাবা একসময় একটি বামপন্থী দলে ছিলেন। এখন হতাশ। আমি মার্কসবাদ জানতে বুঝতে চাই। বই দিন। বেশ কয়েকটি বই নিয়ে গেছেন। পরের দিন আবার এসছেন কমরেড

ছয়ের পাতায় দেখুন

কলকাতায় বইয়ের স্টলে ভিড় করেছেন তরুণ ছাত্রছাত্রীরা

মহান নভেম্বর বিপ্লবের ১০৩ তম বার্ষিকী স্মরণে

৭ নভেম্বর দলের শিবপুর সেন্টারে মহান লেনিন-স্ট্যালিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে কেন্দ্রীয় দপ্তরে আয়োজিত অনলাইন সভায় বক্তব্য রাখছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। ৭ নভেম্বর

এ বই পথ চেনার

পাঁচের পাতার পর

শিবদাস ঘোষ রচনাবলীর সমস্ত খণ্ড নিতে। । শ্যামবাজারের স্টলে এক ঝাঁক তরুণ এসে খোঁজ করেছেন স্ট্যালিন বিরোধী অপপ্রচারের জবাব সংক্রান্ত বই। খুঁজে খুঁজে যে কটি পেয়েছেন নিয়ে গেছেন। মধ্য কলকাতার তালতলাতে পুলিশ স্টল করতে বাধা দেওয়ায় স্থানীয় পুজো কমিটির কর্মকর্তা সহ সাধারণ মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছেন। পার্কসার্কাসেও দেখা গেল একই চিত্র। পুলিশের বাধা সত্ত্বেও দৃঢ়তার সাথে রুখে দাঁড়িয়ে কর্মীরা স্টল করেছেন। সারা কলকাতায় এবার হয়েছিল ৭৩টি স্টল। এছাড়াও অস্থায়ী স্টল মিলিয়ে প্রায় ১০০টি জায়গায় দলের পত্রকপত্রিকা বই বিক্রি হয়েছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মৈপীঠে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা চড়াও হয়ে স্টল ভেঙে দিলে এলাকার মানুষ রুখে দাঁড়িয়ে আবার স্টল শুরু করেন। বজবজের বাওয়ালিতে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা স্টল গুটিয়ে নেওয়ার হুমকি দিলে স্থানীয় ক্লাবের সদস্যরা এবং দোকানদারের রুখে দাঁড়ান। পিছু হঠতে বাধ্য হয় দুষ্কৃতীরা।

বাঁকুড়ার সোনামুখীতে করোনা পরিস্থিতিতে হতাশ হয়ে ঘরে

মৈপীঠের মানুষ দুষ্কৃতীদের হামলা প্রতিরোধ করে আবার গড়ে তুলেছেন স্টল

বসেছিলেন একজন পুরনো বামপন্থী দলের কর্মী। তাঁর স্ত্রী এবং মেয়ে জোর করেছেন— হতাশা কাটবে, যাও এস ইউ সি আই (সি)-এর স্টলে। জোরাজুরিতে যখন বেরোচ্ছেন স্ত্রী দিয়ে দিয়েছেন কিছু খাবার, বলেছেন ওদের খাইয়ো। তিনি স্টলে এসে আপ্লুত। বলেছেন, আমি অন্য দল করি। কিন্তু আজ বুঝলাম আপনারা কোথায় আলাদা। বুঝলাম কেন শিবদাস ঘোষের কথাগুলো মনে গেঁথে যায়। বাঁকুড়া শহরের এক বিশিষ্ট চিকিৎসক স্টলে এসে বলে গেছেন, এই মহামারির মধ্যেও মানুষকে মনোবল জোগাচ্ছে আপনাদের কাজ, আর এই বই।

মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে অষ্টমীর বিকালে বহরমপুর গ্রান্টহলের সামনে দেখা গেল তন্ময় হয়ে বই খুঁজছেন এক যুবক। অনেকক্ষণ সময় পেরিয়ে যেতে সঙ্গী তাড়া দিচ্ছেন, কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। কমরেড শিবদাস ঘোষের রচনা 'ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং আমাদের কর্তব্য' বইটি দেখে তাঁর আগ্রহ চোখে পড়ার মতো। একে একে তুলে নিলেন বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের লেখা বাম ঐক্য প্রসঙ্গে, বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে নানা বিশ্লেষণ। জঙ্গিপুরের স্টলে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ তরুণ, সদ্য অ্যাডভোকেট হওয়া যুবক থেকে শুরু করে এক ঝাঁক ছাত্র বারাবার এসেছেন, বই নিয়ে গেছেন। ফরাক্কায় পুলিশি বাধার জন্য প্রধান রাস্তায় স্টল করতে না পেরে কর্মীরা সরে গেছেন বাহাদুরপুরে। সেখানে স্টল খুলতে খুলতেই ২২ জন ছাত্র ঘিরে ধরে নানা বই নিয়েছেন। ডোমকলের পুরনো সিপিএম কর্মী ওহাব সাহেব আবার বলে গেছেন বই অনেক পড়েছি, কিন্তু এবার বই কিনছি পথ চেনার জন্য। এই জেলা জুড়ে ছিল ৪৭টি বুকস্টল।

উত্তর ২৪ পরগণায় গত বছরের চেয়ে বেশি স্টল হয়েছে। কমরেড শিবদাস ঘোষের বই ছাড়াও কৃষি আইন সম্পর্কে দলের কিষাণ খেতমজদুর সংগঠনের বই, এনআরসি সমস্যা সম্পর্কে বইয়ের আগ্রহ ছিল বেশি। স্টলে অন্যান্য বাম দলের কর্মী সমর্থকরা, দলের সঙ্গে নতুন যুক্ত কমরেডরা ভাল সংখ্যায় বই কিনেছেন।

হুগলির খামারগাছিতে এক বামমনস্ক ব্যক্তি এস ইউ সি আই (সি)-র মধ্যে বামপন্থার নতুন ধারা লক্ষ করে কিছু বই নিয়ে গেছেন। বলাগড়ের বিশ্বজিৎ দাস বই নিয়ে বলে গেছেন, বুঝতে চাই এস ইউ সি আই (সি)-র সাথে অন্যান্য বাম দলগুলোর পার্থক্য কোথায়?

সারা রাজ্য জুড়েই এমন অসংখ্য অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে দলের কর্মীরা অনুভব করেছেন যথার্থ সংগ্রামী বামপন্থার জন্য মানুষের

পাঞ্জাবের জলন্ধরে গদর আন্দোলনের স্মরণে অনুষ্ঠিত মেলায় পার্টির বইয়ের স্টল

হৃদয়ের আসনটি কত যত্নে পাতা আছে। এই ভালবাসা এবং আকাঙ্ক্ষার মূল্য দিতে বিপ্লবী রাজনীতির একাগ্র চর্চা আর জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা নিরসনে আপসহীন লড়াইয়ে বিপ্লবী পথ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে স্টল

থেকে আমরা বিচ্যুত হব না— স্টল শেষে কর্মী-সমর্থকদের মনে অনুরণিত হয়েছে এই অঙ্গীকার।

হুগলিতে স্থায়ী স্টল ছাড়াও কর্মীরা জেলার নানা স্থানে ভ্রাম্যমান স্টলে বই নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন

কোচবিহারে বইয়ের স্টল

বন্টন কোম্পানির মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ অ্যাবেকার

শারদোৎসবের পর করোনা পরিস্থিতি যখন আরও বিপজ্জনক হচ্ছে, সেই সময়ে রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি গোয়েঙ্কা মালিকানাধীন সিইএসসি-র পদাঙ্ক অনুসরণ করে আবারও মাশুল প্রতি ইউনিট ৬.৮৯ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭.৩২ টাকা করার দাবি জানিয়ে কমিশনে প্রস্তাব পেশ করেছে। অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ৩ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

"যখন মাশুল কমানো, মকুব করা প্রয়োজন, যখন করোনা অতিমারির প্রকোপে ও দীর্ঘ লকডাউনে জনজীবন বিপর্যস্ত, রুজি রোজগার হারিয়ে সাধারণ মানুষ তথা দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহক অনাহারে অর্ধাহারে জীবন্মৃত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, ক্ষুদ্র শিল্প যখন ধ্বংসের মুখে, সেই অবস্থায় নানা অজুহাতে ২০২১ সাল ও পরবর্তী দুই বছরের জন্য তাদের বিদ্যুতের গড় মাশুল ৬ টাকা ৮৯ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৭ টাকা ৩২ পয়সা করার জন্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে আবেদন করেছে। ১৯ অক্টোবর সিইএসসি-ও ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সালের জন্য মাশুল বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে।

আমরা অ্যাবেকার পক্ষ থেকে এসইডিসিএল এবং সিইএসসি-র এই অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অযৌক্তিক দাবির তীব্র নিন্দা করছি এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাহকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া এবং লকডাউন কালের স্থগিত ইউনিট মকুব করার দাবি জানাচ্ছি। জনসাধারণের নিকট আমাদের আবেদন, বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলুন।"

বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ব্যর্থ করুন

একের পাতার পর

শতাংশ কম হওয়ার কারণে এ রাজ্যে বিদ্যুতের মাশুল ৫০ শতাংশ কমানো যায়। এই দাবিতে অ্যাবেকা আন্দোলন করে আসছে। আমফান ঝড়ে এবং লকডাউনের কারণে কমপক্ষে তিনমাস প্রতিমাসে ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছে অ্যাবেকা। ইতিমধ্যে এস্টিমেটেড বা গড় বিল সংশোধনের দাবি আংশিক হলেও আদায় হয়েছে। ঐ বিলের বাড়তি টাকা মকুবের দাবিতে আন্দোলন চলছে। দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ এই বিদ্যুতের বিলের টাকাই পরিশোধ করতে অপারগ। এই অবস্থায় ৩০ সেপ্টেম্বর সিইএসসি কর্তৃপক্ষ ২০২০-২১, ২০২১-২২, ২০২২-২৩ এই তিন বছরের জন্য গড়ে যথাক্রমে প্রতি ইউনিট ৯ টাকা ১৬ পয়সা, ৮ টাকা ৯৫ পয়সা, ৮ টাকা ৭৮ পয়সা করবার প্রস্তাব দাখিল করেছে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে। বর্তমানে এই গড় ৭.০২ টাকা। অ্যাবেকা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তা সম্পূর্ণ বাতিলের দাবি জানিয়েছে।

সিইএসসি কর্তৃপক্ষ গত বেশ কয়েকদিন ধরে দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে ধূর্ততার সাথে মানুষকে বোঝাতে চাইছিল যে দেশের মধ্যে কলকাতাতেই বিদ্যুতের দাম সবচেয়ে কম আছে। এই বিজ্ঞাপনে গড় দাম দেখানো হয়েছে। কিন্তু দেশের মধ্যে পশ্চিমবাংলাতে শিল্প বিদ্যুতের দাম গৃহস্থ বিদ্যুতের দামের তুলনাতে অন্যান্য রাজ্যগুলোর থেকে কম। অর্থাৎ এখানে শিল্প বিদ্যুতের দাম অন্য রাজ্যগুলোর থেকে কম কিন্তু গৃহস্থ বিদ্যুতের দাম অন্য রাজ্যগুলোর থেকে বেশি। এই সত্যটা তারা গোপন করল। গড় দাম বলে দিল। গৃহস্থ বিদ্যুৎ গ্রাহকরা শুধু নিজেদের প্রয়োজনে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। বাণিজ্যিক ও শিল্পে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ তাদের মুনাফা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই বিচারে কলকাতাতে গৃহস্থে প্রথম ১০০ ইউনিটের দাম দেশের সমস্ত র‍্যাজ্যের তুলনায় বেশি। যেমন দিল্লিতে প্রথম ২০০ ইউনিট বিনামূল্যে। অন্যান্য রাজ্যগুলোতে শহরাঞ্চলে প্রথম ১০০ ইউনিটের জন্য গ্রাহককে দিতে হয় তামিলনাড়ুতে ১৫০ টাকা, গুজরাটে ৩২৭.৫০ টাকা, অন্ধ্রপ্রদেশে ২৬০ টাকা, কেরালাতে ৩৪২ টাকা, কর্নাটকে ৩৭৬ টাকা, ওড়িশাতে ৩৪০ টাকা, বিহারে ৪২২ টাকা, তেলেঙ্গানায় ২০২.৫০ টাকা, মহারাষ্ট্রে ৩৪৬ টাকা, পাঞ্জাবে ৪৪৯ টাকা, হরিয়ানায় ৩৬০ টাকা, রাজস্থানে ৫৬২.৫০ টাকা, উত্তরপ্রদেশে ৩৩৫ টাকা, ত্রিপুরাতে ৫৪১ টাকা। আর কলকাতার সিইএসসি-তে ৫৯৭ টাকা, রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির শহরাঞ্চলে ৬১৪ টাকা, গ্রামাঞ্চলে ৬০০ টাকা। অর্থাৎ গৃহস্থ বিদ্যুৎ ইতিমধ্যেই অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বেশি। এই অবস্থায় আবারও মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব গ্রাহকদের উপর মারাত্মক আঘাত। অ্যাবেকা এর প্রতিরোধের ডাক দিয়েছে।

সরকারের রঙ পাল্টায়, ঘরের অন্ধকার ঘোচে না

বিহার নির্বাচন

বিহারে শেষ হল বিধানসভা নির্বাচন। কোভিড অতিমারির হানায় বিপর্যস্ত দেশে বিহারেই প্রথম ভোট হল। বেশ কিছুদিন ধরে যেন মহারণের দামামা বাজছিল। চতুর্থ বারের মুখ্যমন্ত্রীত্বের জন্য গরিবি, বেকারি, অশিক্ষা, চিকিৎসাহীনতায় আচ্ছন্ন বিহারের মানুষের সামনে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিচ্ছিলেন নীতীশ কুমার। জোটসঙ্গী বিজেপিও পিছিয়ে ছিল না। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী জনসভায় জনসভায় ভাষণে উগ্র হিন্দুত্ব আর উগ্র জাতীয়তাবাদের ফুলকি ছড়িয়েছেন। আবার তারই মধ্যে রাজ্যে নীতীশের জনপ্রিয়তায় ভাটার টান লক্ষ করে কৌশলী দূরত্ব বাড়িয়ে বিরোধী আরজেডির নতুন নায়ক তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে বিজেপি সর্বশক্তি দিয়ে খাড়া করার চেষ্টা চালিয়েছে চিরাগ পাসওয়ানকে।

যথাসময়ে ভোটের ফল বেরোবে। কিন্তু সেই ফল যাই হোক রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবনের প্রধান সমস্যাগুলোর কি আদৌ কোনও সমাধান হবে? লালুপ্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগকে হাতিয়ার করে বিহারে ক্ষমতা দখল করেছিলেন নীতীশ কুমার। তাঁর ১৫ বছরের শাসনে কী পরিবর্তন এসেছে বিহারের জনসাধারণের জীবনে? খতিয়ে দেখলে ধরা পড়বে, ওপর ওপর কিছু চাকচিক্য ছাড়া রাজ্যের গরিব নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের ঘরের অন্ধকার এতটুকুও কাটেনি নীতীশ সরকারের আমলে।

বিহারে ভোট-রাজনীতির কারবারিরা জাতপাতের বিভেদে উস্কানি দেওয়াটাকেই রাজনীতি বলে উপস্থিত করেন। তাঁরা এক-একজন এক-একটি জাতের স্বঘোষিত ত্রাতা সেজে বসে আছেন। নিজের ভোটব্যাঙ্ক জোরদার করতে তাঁরা অতি কদর্য বিভেদ শুধু নয়, সংঘাতের পথ নিতেও পিছপা হন না। দলিত ভোট নিয়ন্ত্রণ করত রামবিলাস পাসোয়ানের দল। সেই ভোট নিজের দখলে আনতে নীতীশ কুমার ওবিসির মধ্যে ইবিসি বলে আলাদা একটা শ্রেণি চালু করে দেন। তৈরি করেন মহাদলিত শ্রেণি। এই মহাদলিতদের মধ্যে আছে ২২টি উপ-জাত। লালুপ্রসাদের আরজেডির আমলে যাদবদের দাপট থেকে বাঁচতে মহাদলিতরা নীতীশের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু গত ১৫ বছরে কতটা পরিবর্তন এসেছে তাঁদের জীবনে? বলতে গেলে সামান্যতমও নয়। এই মহাদলিতদের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা 'ডোম'-দের 'অস্পৃশ্য' গ্রামগুলিতে ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে এমনকি তা ভোটের প্রচার করতেও ঢোকেন না নেতারা। বহু স্কুলে, এমনকি সরকারি হলেও ঠাঁই পায় না ডোম-সন্তানরা। ঝুড়ি বুনে, বেচে ধুঁকে ধুঁকে দিন চলে তাঁদের। অতিমারি পরিস্থিতিতে তা-ও বন্ধ। ভরসা সরকারি রেশনটুকু। ধারদেনায় গলা পর্যন্ত ডুবে আছেন প্রান্তিক বর্গের এইসব অসংখ্য মানুষ। ভোটবাক্সের হিসাব কষতে বসার সময় ছাড়া এঁদের কথা কখনও মনে আসে না নেতাদের। জেএনইউ এবং আইআইটি-রুরকির সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা রিপোর্টে বেরিয়ে এসেছে, 'বিহার মহাদলিত বিকাশ মিশন' তৈরি করে যে সব প্রকল্প নীতীশ সরকার চালু করেছিল, সেগুলির সুফল দলিতদের কাছে পৌঁছয়নি। সমীক্ষায় দেখা গেছে, দলিত সমাজের বিরাট অংশ এখনও দারিদ্রসীমার নিচেই পড়ে রয়েছে, শিক্ষার সুযোগ নেই তাঁদের। প্রতি বছর প্রকল্পগুলির জন্য বরাদ্দ হয়েছে অন্তত ১১০ কোটি টাকা। প্রশ্ন উঠে গেছে— এই বিপুল টাকা তাহলে যাচ্ছে কোথায়? দুর্নীতি গ্রাস করেছে সরকারি প্রকল্পগুলিকে। নিজের ভোটব্যাঙ্ক বাঁচাতে মরিয়া হওয়া সত্ত্বেও নীতীশকুমার এগুলি নিয়ে নীরবই থেকেছেন।

দেশের পরিযায়ী শ্রমিকদের একটা বড় অংশ বিহারের বাসিন্দা। লকডাউনে তাঁদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা কারওরই অজানা নয়। দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরতে চেয়ে সীমান্তে আটকে থাকতে হয়েছে তাঁদের। রাজ্যে ঢোকার অনুমতি দেয়নি নীতীশ সরকার। পরিযায়ীদের এক হাজার টাকা করে দেওয়ার সরকারি প্রতিশ্রুতি ছিল। বেশিরভাগ শ্রমিকেরই তা জোটেনি। রেশনের নামে অত্যন্ত নিম্ন মানের চাল-গম দেওয়া হয়েছে। লকডাউন উঠে যাওয়ার পরে কাজ-হারানো লাচার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য নীতীশ সরকার কাজের কোনও বন্দোবস্ত করার উদ্যোগ নেয়নি। কেন্দ্রের যে বিজেপি সরকারের আচমকা লকডাউন ঘোষণায় প্রাণ বিপন্ন হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকদের, সেই বিজেপি-র সঙ্গে নীতীশকুমারের জোটে আস্থা রাখতে রাজি নন তাঁরা।

দেশের আর পাঁচটা রাজ্যের মতো বিহারও দীর্ঘদিন ধরেই ভুগছে ভয়ঙ্কর বেকার সমস্যায়। অথচ গত পাঁচ বছরে সরকারি পদে কোনও কর্মসংস্থান হয়নি। বিরোধীদের দাবি, খালি রয়েছে চার থেকে পাঁচ লক্ষ সরকারি পদ। স্বাস্থ্য কিংবা শিক্ষা ব্যবস্থাও পড়ে রয়েছে অন্ধকারে। সর্বশেষ দফায় ফের সরকারে বসে নীতীশ কুমার যে সাত দফা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার অন্যতম ছিল ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া। সেই প্রতিশ্রুতিও বাস্তবায়িত হয়নি। বড়রাস্তা বরাবর জলের লাইন গেলেও পানীয় জল পৌঁছয়নি গ্রামের ভিতরে। এ বছরের বন্যায় বিপুল ক্ষতি হয়েছে রাজ্যের। পরিবারপিছু ৬ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সরকার। খাতায়-কলমে কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়ে গেলেও বেশিরভাগে বন্যাদুর্গত মানুষই সাহায্যের মুখ দেখেননি। দুর্নীতির দুর্গন্ধে ভরে গিয়েছে বিহার।

আর এসব নিয়ে মানুষের ক্ষোভকে কাজে লাগাতে নেমেছে বিরোধী দলগুলি, যারা অতীতে ক্ষমতায় বসে প্রতারণা, দুর্নীতি আর লুঠ ছাড়া মানুষকে অন্য কিছু দেয়নি। ভোটপ্রার্থীদের একটা বড় অংশ কোটিপতি। এছাড়া আছেন ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, খুনের চেষ্টার মতো চরম অপরাধে অভিযুক্ত প্রার্থীরা। বিজেপি ভোট প্রচারে গিয়ে রামমন্দির নির্মাণ আর কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানোর অপচেষ্টা চালিয়েছে। পুলওয়ামা আর বালাকোটের নামে উগ্র জাতীয়তাবাদের ঢাক পিটিয়েছে। এই অবস্থায় মানুষের জীবন-জীবিকা নিয়ে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার কথা যে বাম দলগুলির, তারা ভোটের হিসাব কষতে ব্যস্ত। লড়াই আন্দোলন শিকেয় তুলে সিপিএম, সিপিআই, সিপিআই-এমএলের মতো 'বাম' নামধারী দলগুলি নীতীশকুমারের জেডিইউ-বিজেপি জোটের বিরুদ্ধে হাত মিলিয়েছে লালুপ্রসাদের আরজেডি আর কংগ্রেসের সঙ্গে। সকলেই ক্ষমতায় এলে লক্ষ লক্ষ চাকরি দেওয়া সহ প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতির প্রাসাদ বানিয়েছে শূন্যে। বিহারের ক্ষুধার্ত, নিরন্ন, কাজ-হারানো, বন্যায় সব-খোয়ানো মানুষকে প্রতারণায় ভুলিয়ে রেখে ক্ষমতার দাবার ছক সাজিয়েছে এইসব ভোটবাজ রাজনৈতিক দল।

এমনি করেই ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতারণা আর লুঠের চক্রে পাক খেয়ে মরছে সাধারণ মানুষ। আজ এ কথা তাঁদের বোঝার সময় এসেছে যে, শুধু ভোট দিয়ে সরকার পাল্টে জীবনের অন্ধকার ঘোচানো যাবে না, বরং তা বাড়তেই থাকবে। ঘরে সামান্য আলো জ্বালতে হলেও তার জন্য গণআন্দোলনের জ্বালানি চাই। তাই জীবনের দাবিগুলি নিয়ে লাগাতার সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলাই আজ একমাত্র পথ।

এসবিআই এটিএমে সফল ধর্মঘট

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এ রাজ্যে তাদের এটিএম থেকে ৪ হাজারেরও বেশি কর্মী 'কেয়ারটেকার' ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা করেছে। এর বিরোধিতা করে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ব্যাঙ্কের কন্ট্রাক্ট কর্মীদের সংগঠন 'কন্ট্রাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম' সহ অন্যান্য কয়েকটি ইউনিয়ন ১৯ অক্টোবর এটিএম-এ ২৪ ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কোথাও কোথাও পুলিশ দিয়ে এটিএম খুলতে চাইলে কর্মীরা তা প্রতিরোধ করেন। ধর্মঘট সফল করার জন্য ফোরামের সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ পোদ্দার, এবং 'ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ'-এর সাধারণ সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস ধর্মঘটী কেয়ারটেকার সহ সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারী এবং গ্রাহকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

কন্ট্র্যাক্ট কর্মীদের আন্দোলনের জয়

জলপাইগুড়ি ফ্লাড মেটালজিক্যাল অফিস কর্তৃপক্ষ ও নতুন ভেনডর (কন্ট্রাক্টর) কর্মরত ৩ জন নিরাপত্তা কর্মীকে ১৬ মে বিনা কারণে ছাঁটাই করে নতুন লোক নেওয়ার চেষ্টা করে। দীর্ঘ ৫ মাস লড়াই করে তা রুখে দেওয়া হয়। এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কন্ট্রাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্বে এই আন্দোলনে এলাকার সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মীরা সামিল হন। ২১ অক্টোবর কলকাতায় আঞ্চলিক শ্রম কমিশনার (সেন্ট্রাল)-এর অফিসে অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়।

ফোরামের সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ পোদ্দারের উপস্থিতিতে শ্রম কমিশনার রায় দেন, কর্মরত কর্মীদের নতুন ভেনডরকে এক মাসের মধ্যে নিয়োগপত্র দিতে হবে। এই আন্দোলনে জেলা এআইইউটিইউসি ও ফোরামের সহ সম্পাদক বিজয় লোধ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এই জয় কর্মীদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে।

দুর্গাপুরে গঠিত হল নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ

দুর্গাপুর স্টেশন সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ডে ৫ নভেম্বর এক কনভেনশনে রেলওয়ে নিত্যযাত্রী, হকার, এলাকার দোকানদার, ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য, পরিবহণ শ্রমিকরা যোগ দেন এবং তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন। ইস্পাত শ্রমিক এআইইউটিইউসির সদস্য বিশ্বনাথ মণ্ডলকে সম্পাদক এবং রেলওয়ে নিত্যযাত্রী বিশিষ্ট শিক্ষক উৎপল দেবনাথকে সভাপতি করে ১৭ জনের নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ, দুর্গাপুর কমিটি তৈরি হয়।

বাঁকুড়া শহরে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ গঠিত

রেল সহ সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ ও জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ৭ নভেম্বর বাঁকুড়া রেল স্টেশনে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে দেড়শতাধিক নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট নাট্যকার নদীয়া ইন্দু বিশ্বাস। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন অরুণ গরাই। রেলের বেসরকারিকরণ ও রেল সংলগ্ন এলাকায় অসংখ্য গরিব মানুষ যাঁরা নিরুপায় হয়ে কোনও রকমে জীবনযাপন করছেন, তাঁরা আজ উচ্ছেদের মুখে। এই ব্যাপারে প্রস্তাবে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। অন্য দিকে আলু-পিঁয়াজ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি সহ জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধেও প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট নাগরিক হিমাংশু শেখর মণ্ডল, অভিষেক বিশ্বাস প্রমুখ। প্রধান বক্তা ছিলেন নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের শ্রী নিরঞ্জন মহাপাত্র। কনভেনশন থেকে ২৭ জনকে নিয়ে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের বাঁকুড়া শহর কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি সুবোধ সিংহ এবং যুগ্ম সম্পাদক অরুণ গরাই ও সাবিরউদ্দিন ভুঁইয়া নির্বাচিত হন। কনভেনশনে পরিচারিকা, দিনমজুর সহ মহিলাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়।

জীবনাবসান

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল আঞ্চলিক কমিটির কমরেড অসীমা দাস দুরারোগ্য লিভারের রোগে আক্রান্ত হয়ে ১২ অক্টোবর হায়দ্রাবাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৫১ বছর। তিনি ১৯৮৬ সালে নন্দীগ্রাম সীতানাথ কলেজে পড়াকালীন কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ছাত্র

সংগঠন এআইডিএসও-র সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৯২ সালে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সে পড়াকালীন ছাত্র সংগঠনের সক্রিয় কাজকর্ম করেন। ১৯৯৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষকের কাজে যোগ দেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন বিপিটিএ-র রাজ্য কমিটির সদস্য, জেলা সহ-সভানেত্রী ও মহিষাদল সার্কেল কমিটির সভানেত্রী ছিলেন। শিক্ষকতার সাথে শিক্ষক আন্দোলন সহ দলের কাজকর্মেও তিনি অংশ নিতেন। এলাকায় মনীষী চর্চা সহ নানা সাংস্কৃতিক-সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে দলের কর্মী-সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে গভীর শোক নেমে আসে। ১৭ অক্টোবর মহিষাদল রবীন্দ্রভবনে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রয়াত কমরেড অসীমা দাসের গুণাবলী ও সংগ্রামের দিকগুলি তুলে ধরেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড নন্দ পাত্র। সভাপতিত্ব করেন কমরেড দ্বিজেন বেতাল।

কমরেড অসীমা দাস লাল সেলাম

বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের চিঙ্গানি লোকাল সাংগঠনিক কমিটির কর্মী কমরেড অর্ধেন্দু শেখর ডাঙ্গর ১১ অক্টোবর রাতে বাঁকুড়া সেবা নিকেতন হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। মৃত্যুসংবাদ পেয়েই দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড দিলীপ কুণ্ডু ও কমরেড সাবিরুদ্দিন ভুঁইয়া হাসপাতালে যান এবং মাল্যদান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিন

বছরের অধিক সময় তিনি দুরারোগ্য কিডনির অসুখে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

কমরেড ডাঙ্গর ১৯৮৭ সালের শেষ দিকে কৈশোরেই তদানীন্তন লোকাল কমিটির সম্পাদক প্রয়াত কমরেড স্বপন মণ্ডলের মাধ্যমে দলে যুক্ত হন। তিনি ২০০২ সালে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন এবং বিপিটিএ-র সদস্য হন। সেই সময় থেকে তিনি শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের কাজে নিজেকে যুক্ত করেন। এই দায়িত্ব পালনের পথে তিনি বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বাঁকুড়া জেলা কমিটির সহ সম্পাদকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন, আমৃত্যু তিনি এই পদে ছিলেন। এ ছাড়াও ওন্দা-তালডাংরা রাস্তা নির্মাণ ও এই রুটে বাস চালানোর দাবি সহ এলাকায় গড়ে ওঠা প্রতিটি আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন। কমরেড ডাঙ্গর দীর্ঘ বছর ধরে নিষ্ঠার সাথে এলাকায় বৃত্তি পরীক্ষার কাজ পরিচালনা করেছেন। খেলার প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ। নাটক এবং সংগীতেও ছিল তার বিশেষ অনুরাগ।

এলাকায় দলের হয়ে নির্বাচন এবং অন্যান্য কাজে তাঁর সাহসী ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। ১ নভেম্বর চিঙ্গানি বেসিক স্কুলে প্রয়াত কমরেডের স্মরণসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন দলের জেলা কমিটির সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয়দেব পাল। কমরেড অর্ধেন্দু শেখর ডাঙ্গরের মৃত্যুতে দল হারাল একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মীকে এবং সমাজ হারাল একজন দরদি শিক্ষককে।

কমরেড অর্ধেন্দুশেখর ডাঙ্গর লাল সেলাম

মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকার কেন ব্যবস্থা নেবে না

২৬ নভেম্বরের ধর্মঘটে জবাব চাইছে মানুষ

অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে মূল্যবৃদ্ধি আজ জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। আলু ৪০ টাকা কেজি, পেঁয়াজ ৮০ টাকা, অন্যান্য সব্জি ৪০-৫০-৬০ টাকা কেজি। ডাল, তেল সহ সব পণ্যের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী। করোনা সংক্রমণে লকডাউনের কারণে শ্রমজীবী মানুষের বিরাট অংশের যখন কাজ নেই, রোজগার বন্ধ, আরেকটা বড় অংশের বেতন কমে গেছে, তখন নজিরবিহীন এই মূল্যবৃদ্ধির অভিঘাত সহ্য করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। মানুষ মূল্যবৃদ্ধিতে হাসফাঁস করছে। কী করে পরিবার প্রতিপালন করবে, আত্মীয়তা সামাজিকতা রক্ষা করবে ভেবে কুল পাচ্ছে না। শুধু খাদ্যপণ্য নয়, ওষুধপত্র সহ সব পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বাস, ট্রেন, অটো রিক্সা, টোটো সহ সব পরিবহণের ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ দিকে রোজগার কমছে। করোনার চিকিৎসা করাতে গিয়ে কত পরিবার যে সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে, অনাহারের মুখে পড়ছে তার কোনও শেষ নেই। চাষিরা চাষের উপকরণের মূল্যবৃদ্ধিতে অতিরিক্ত আক্রমণের শিকার। বীজ আলুর দাম এই মুহূর্তে ৮০-৯০ টাকা কেজি। এমনিতেই ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান উদ্বেগজনক। মূল্যবৃদ্ধির ধাবমান রথ থামাতে না পারলে অর্ধাহারে অনাহারে অপুষ্টিতে মৃত্যুমিছিল বাড়তেই থাকবে।

উদ্বেগজনক হল মোদি সরকারের ভূমিকা। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য যখন জরুরি ছিল মজুতদারি কালোবাজারি বন্ধ করা, জরুরি ছিল ভর্তুকি দিয়ে মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখা, জরুরি ছিল পরিবহনের ভাড়া নিয়ন্ত্রণে রাখা, তখন বিজেপি সরকার উল্টো কাজ করল। অতিমারির সুযোগ নিয়ে এক মারাত্মক কৃষি আইন চালু করল, যার মধ্যে দিয়ে মজুতদারি, কালোবাজারির ফ্লাডগেট খুলেদেওয়া হল। বহু কৃষিপণ্যকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। মোদি সরকার ১৯৫৫ সালের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনে পরিবর্তন এনে বলেছে, এখন থেকে খাদ্য শস্য, ডাল, তৈলবীজ, ভোজ্যতেল, পেঁয়াজ, আলু আর অত্যাবশ্যক পণ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত থাকছে না। এর অর্থ হল এগুলো ইচ্ছামতো মজুত করা যাবে। বলা বাহুল্য এই আইন আনার পরেই আলু, পেঁয়াজের দাম লাফিয়ে বাড়তে থাকে। ফলে মোদি শাসনে বৃহৎ খাদ্য ব্যবসায়ীদের পোয়া বারো। তারা মজুতদারি, কালোবাজারির মধ্য দিয়ে বিরাট মুনাফা করার সুযোগ পেয়ে গেল। তারা মোদির জয়গান গাইছে, বিজেপিকে মদত দিচ্ছে। আর জনগণ, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় ভাবছে বাঁচার পথ কী?

একদল মেকি বামপন্থী সোস্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিচ্ছে দিদিভাই-মোদিভাই মূল্য বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। কথাটা সত্য। কিন্তু যে নির্মম সত্য তাঁরা বলতে পারছেন না তা হল, বামফ্রন্ট শাসনেও মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে এবং সিপিআইএম শাসিত কেরালাতেও মূল্যবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারে বাম ডান যারাই যাক, তারাই যে পুঁজিপতিদের স্বার্থে মূল্যবৃদ্ধিতে ইন্ধন দেয়— এই সত্য জনগণের সামনে তারা তুলে ধরছে না। তারা কংগ্রেস, বিজেপির মতোই বলছে মূল্যবৃদ্ধির জন্য অন্য দলের সরকার দায়ী। কেন তাঁরা এভাবে বলছেন? অন্যান্য শাসক দলের মতোই তারা মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ যে পুজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাকে জনগণের রোষ থেকে আড়াল করতে চায়। সেজন্য ওপর ওপর কিছু প্রতিবাদ করে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই মূল্যবৃদ্ধি থেকে মানুষকে রেহাই দিতে পারে, সে কথা বলে না।

এই অবস্থায় জনগণের সামনে করণীয় কী? মূল্যবৃদ্ধি রোধে সুনির্দিষ্ট ভাবে দাবি তুলতে হবে— ১) সমস্ত খাদ্য পণ্যকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য তালিকায় আনতে হবে, ২) মজুতদারি বৃদ্ধি আইন বাতিল করতে হবে, ৩) মজুতদারি ত্বরান্বিত করার কৃষি আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে, ৪) কৃষি উপকরণ সার বীজ কীটনাশকে পর্যাপ্ত ভর্তুকি দিতে হবে, ৫) পণ্য পরিবহনের খরচ কমাতে ডিজেলে কেন্দ্র ও রাজ্যের ট্যাক্স কমাতে হবে, ৬) পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী রেলকে বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে, ৭) খাদ্যপণ্যের খুচরো ও পাইকারি ব্যবসা সরকারি উদ্যোগে পরিচালনা করতে হবে। এই দাবিগুলো কার্যকর করলে বৃহৎ ব্যবসায়ীরা মানুষের মুখের গ্রাস নিয়ে মুনাফাবাজি সহজে করতে পারবে না।

কিন্তু সরকার সহজে এই দাবি মানবে না। কারণ জনগণের দাবি শোনার মতো গণতান্ত্রিক মনোভাব এই সরকারগুলির নেই। তাই তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করতে হবে। আশার কথা, এই ধরনের আন্দোলন পরিচালনার জন্য রাজ্যে ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ। তাকে শক্তিশালী করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি এই আন্দোলনের পাশাপাশি এই মুহূর্তের কর্তব্য হল ২৬ নভেম্বরের সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল করা। কারণ এই ধর্মঘট মূল্যবৃদ্ধিতে ঘৃতাহুতি দেওয়ার, মজুতদারি বৃদ্ধির আইন বাতিল করার দাবি তুলে ধরেছে।

রেল, বিমা, ব্যাঙ্ক, খনি, বিএসএনএল সহ সরকারি ক্ষেত্রগুলির বেসরকারিকরণ বন্ধ ● কৃষক স্বার্থবিরোধী কৃষি আইন বাতিল ● অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিরদ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু ● ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন বন্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ, জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও গৈরিকীকরণ বন্ধ ● সমস্ত দুঃস্থ পরিবারের মাসিক ৭৫০০ টাকা ভাতা চালু ● প্রত্যেক গরিব মানুষের জন্য বিনামূল্যে মাথাপিছু ১০ কেজি রেশন দেওয়া ● এনরেগা প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামে ২০০ দিনের কাজ সুনিশ্চিত করা ● অগণতান্ত্রিক এনআরসি-সিএএ বাতিল ● বিদ্যুৎ আইন ২০২০ বাতিল ● বিভেদ সৃষ্টিকারী ধর্ম-বর্ণ ও জাতপাতভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বন্ধ প্রভৃতি দাবির ভিত্তিতে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী নীতিগুলি প্রতিরোধে গণআন্দোলনকে তীব্রতর করতে

AIUTUC সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং জাতীয় ফেডারেশনগুলির ডাকে

২৬ নভেম্বর সারা ভারত

সাধারণ ধর্মঘট

সফল করুন

এস ইউ সি আই (সি)

পাউচ প্যাকে সরকারি মদ বিক্রি ঃ সিপিএম সরকারের ধারাতেই চলছে তৃণমূল সরকার

এ বার তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার পাউচ প্যাকে দিশি মদ বিক্রি করবে। সুলভ মূল্যে রাজ্যবাসী যাতে মদ কিনতে পারে, সে বিষয়ে সরকার অত্যন্ত তৎপর। অথচ এই তৎপরতার সামান্যতমও দেখা যায় না চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ সুলভমূল্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

সরকার চোলাই মদের কারবার বন্ধ করতে চায়, এই অজুহাতে চালু করছে মদের পাউচ প্যাক। এতে কি রাজ্য জুড়ে চোলাই মদের রমরমা আদৌ বন্ধ হবে? সরকার কি সত্যিই চোলাই মদ বন্ধ করতে চায়? চোলাইয়ের কারখানা, ঠেক সবই প্রশাসনের নজরদারিতেই চলে, এ কারও অজানা নয়। তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না, সর্বনাশা মদের প্রসার রোধ করা নয়, মদের প্রসার ঘটানোই সরকারের লক্ষ্য।

বিগত সিপিএম সরকার রাজ্যে মদ বিক্রির ঢালাও লাইসেন্সদেওয়া শুরু করেছিল। পাউচ প্যাকে বিক্রির উদ্যোগ তারাই তখন নিয়েছিল, যার বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি) ও তার গণসংগঠনগুলি আন্দোলনে নেমেছিল। সিপিএম সরকারের সেই ধারাবাহিকতা বজায়রেখে তৃণমূল সরকার শুধু মদ বিক্রির নয়, মদ কারখানাখোলার ঢালাও লাইসেন্স দিতে শুরু করে, এবার সরকার নিজেই পাউচ মদ বিক্রির সিদ্ধান্ত নিল। এই কি সরকারের কাজ? লক্ষ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়, এই যুক্তিতেযে সরকার মদের প্রসার চায়,সে কি জনস্বার্থবাহী সরকার? এই কিছুদিন আগে আনলক পর্যায়ের শুরুতেই মদেরদোকানখোলার নির্দেশ জারি করে সরকার, এক্ষেত্রেকেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারেরই দৃষ্টিভঙ্গি এক।যেন এটাই রাজ্যবাসীর প্রথম প্রয়োজন ছিল।

মদের প্রসার সমাজজীবনে সর্বনাশডেকে আনে, এ সরকারের অজানা নয়। কত পরিবারভেসে যায়, স্বাভাবিক জীবন তছনছ হয়ে যায়, রক্ত জল করা কষ্টের উপার্জন মদেরনেশায় উড়িয়ে দিয়ে সংসার নরক করেতোলেনেশাগ্রস্ত মানুষ, এ কিনেতা মন্ত্রীরা জানে না? মানুষ বাঁচল কি মরল এ নিয়ে সরকারের মাথাব্যাথানেই, সরকারের চিন্তা রাজস্ববৃদ্ধি নিয়ে।

সারাদেশ তথা রাজ্য জুড়ে যখন নারী নির্যাতনবেড়েই চলেছে,যে নারী নির্যাতনের ঘটনায় অধিকাংশক্ষেত্রেই মদেরনেশায় উন্মত্ত বিকৃতকাম পশুর লালসা প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে, তখন প্রয়োজন ছিল প্রশাসনের কড়া হাতে মদের প্রসার বন্ধ করা, কিন্তু আমরাদেখছি বিপরীত চিত্র। সরকার নিজেই মাঠেনেমে পড়েছে মদ বিক্রি করতে।

সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি এ বিষয়ে প্রতিবাদ করবে না, কারণ নীতিগত ভাবে তাদেরকোন ফারাকনেই। তাই বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস প্রতিদিন তৃণমূলের সমালোচনা করে চলেছে, কিন্তু এ বিষয়ে তাদেরকোন প্রতিবাদ আন্দোলননেই।ভোট সর্বস্ব এই দলগুলো চায়, মদেরনেশায় যতবেশি মানুষ ডুবে থাকবে, তত তাদের সুবিধা। নির্বিরোধে তারাকেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে তাদের অপশাসন চালিয়েযেতে পারবে। তাই, এরা কিছুই করবে না।

ফলে, মদের প্রসার বন্ধ করতে জনসাধারণকেই আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) মদ ও সমস্ত প্রকার মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করার দাবিতে এ রাজ্য তথাদেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলছে, পাড়ায়-পাড়ায় মহল্লায়-মহল্লায় গণ কমিটি গড়ে তুলে এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে মদ নিষিদ্ধ করতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে।

করোনা বিপর্যয়ে ‘পৌষমাস’ ধনকুবেরদের

কথায় আছে কারও পৌষমাস তো কারও সর্বনাশ। পৌষমাস কাদের? পৌষমাস হল এ দেশের বৃহৎ শিল্পপতিদের। পৌষমাস হল দেশের সেইসব মালিকদের যারা করোনা অতিমারির সময়েও সম্পদ বাড়িয়ে শত কোটি টাকার উপরে পৌঁছে গেল। গত ছ'মাসে নতুন ১৫ জন বিলিওনেয়ারের জন্ম হল এ দেশে। সর্বনাশ কাদের? সর্বনাশ হল এ দেশের কোটি কোটি শ্রমজীবী শোষিত মানুষের। সর্বনাশ হল পুঁজিবাদের শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হাড়-মাস এক হয়ে যাওয়া জীবিকাচ্যুত কোটি কোটি দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের।

বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে অর্থনীতি ভয়ঙ্কর মন্দার সম্মুখীন। ২০২০-২১ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক জিডিপি সঙ্কুচিত হয়েছে ২৩.৯ শতাংশ যা গত ৪০ বছরের ইতিহাসে নজিরবিহীন। পুরো অর্থবর্ষে জিডিপি কমে আট শতাংশ থেকে ১১.৫ শতাংশ হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে ফিচ, মুডিজ, গোল্ডম্যান স্যাক্স, মর্গান স্ট্যানলি, ক্রিসিল, ইক্রা, কেয়ার প্রভৃতি মূল্যায়ন ও আর্থিক উপদেষ্টা সংস্থা। শিল্পোৎপাদন নিম্নমুখী, দীর্ঘমেয়াদি ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন কমেছে ২৩ শতাংশ। উৎপাদন না থাকায় কাজ ও চাহিদা দুটোই অনুপস্থিত। আবার পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম। দীর্ঘমেয়াদি ভোগ্যপণ্য যেমন জামা, জুতো, টিভি, ফ্রিজ প্রভৃতি দূরের কথা, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন আইএলও এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের যৌথ সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে আগস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতে ৪১ লক্ষের উপর মানুষ কাজ হারিয়েছেন।

স্থায়ীভাবে কাজ হারানোর খাঁড়ার উপরে কয়েক কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ ঝুলছে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো সঙ্কটকে তীব্রতর করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিভিন্ন নীতি। করোনাকালে গৃহীত শিল্পনীতি, শ্রমনীতি, কৃষিনীতি সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বিলগ্নীকরণের যে নীতি মোদি সরকার গ্রহণ করেছে তা একদিকে যেমন গরিব-মধ্যবিত্তকে আরও রিক্ত নিঃস্ব করে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে, অন্যদিকে দেশের বৃহৎ শিল্পপতি মালিকদের হাতে আরও সম্পদ তুলে দিয়ে তাদের কোটিপতি থেকে শত-কোটিপতি করে তুলেছে। একদিকে যেমন কোটি কোটি কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছে, বেতন কমেছে, কোপ পড়েছে মধ্যবিত্তের সঞ্চয়ে, কৃষক নিজেও ভূমিদাসে পরিণত হতে চলেছে। বিপন্নতার শিকার ক্ষুদ্র শিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসা। তেমনি শিল্পপতিরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, বিমান, যোগাযোগ, রেল, কৃষি প্রভৃতি লাভজনক ক্ষেত্রগুলিতে তাদের মুনাফার বাজার সম্প্রসারিত করার সুযোগ পেয়েছে আইনিভাবে। সাধারণ মানুষকে তার আমানত থেকে বঞ্চিত করে শিল্পপতিদের ঋণ দেওয়া ও কর ছাড়ের ব্যবস্থা হয়েছে খোলাখুলি। এসবই ১ শতাংশ পুঁজিপতি শ্রেণির জন্য ডেকে এনেছে পৌষমাস আর ৯৯ শতাংশ শ্রমজীবী সর্বহারা শ্রেণির জন্য ডেকে এনেছে সর্বনাশ।

এ দেশের প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি, যাঁর সম্পদ করোনা বিপর্যয়ের শুরুতে ২৮ শতাংশ কমে সাড়ে তিন লক্ষ কোটি হয়েছিল, তিনি অচিরেই সরকারি বদান্যতায় আমাজন, ফেসবুক, গুগল প্রভৃতি বহুজাতিকের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে অনলাইন ব্যবসাকে হাতিয়ার করে মাত্র চার মাসে প্রতি ঘণ্টায় ৯০ কোটি টাকা আয় করে আগের বছরের থেকে ৫৫ শতাংশ সম্পদ বৃদ্ধি করে নিজের সম্পত্তি ৮৫ শতাংশ বাড়িয়েছেন। তাঁর বর্তমান সম্পত্তি হল ৬ লক্ষ ৫৮ হাজার কোটি টাকা এবং তিনি এখন বিশ্বের চতুর্থ ধনীতম ব্যক্তি। সম্প্রতি যে আইআইএফএল হুরুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২০ সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, করোনা সংকটের মধ্যেও অন্তত হাজার কোটি টাকা সম্পত্তির তালিকায় রয়েছেন ৮২৮ জন ভারতীয়। ২০১৯-এ এই সংখ্যা ছিল ৭৫০। এর মধ্যে অতি ধনীর তালিকায় রয়েছে ২৬২ জন শিল্পপতি, যাঁদের মোট সম্পত্তি ৮২৩ ডলারের বেশি। এঁদের মধ্যে রয়েছেন হিন্দুজা ব্রাদার্স, শিব নাদার, গৌতম আদানি, আজিম প্রেমজি প্রভৃতি শিল্পগোষ্ঠী। এদের সম্পত্তির পরিমাণ ভারতের গড় জাতীয় উৎপাদনের ১ থেকে ৩ শতাংশ। মার্চ মাসের পরে গত ছ'মাসে নতুন বিলিয়নেয়ার হয়েছেন ১৫ জন।

প্রশ্ন হল, অর্থনীতির এই সংকটময় মুহূর্তেও একদল বিলিওনেয়ারে পরিণত হচ্ছেন কী করে? উত্তর একটাই— গরিবের ধন ক্রমাগত ধনীর সিন্দুকে জমা হওয়ার প্রক্রিয়াতেই একদল বিলিওনেয়ারে পরিণত হচ্ছেন। আরও দেখা যাচ্ছে, এই সময় একদিকে যেমন এমএসএসই সেক্টর অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলি সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, গরিব আরও গরিব হয়েছে, তেমনি বৃহৎ শিল্পগুলির প্রায় কোনও ক্ষতি হয়নি। বৃহৎ শিল্পের মালিকরা অনলাইন বা সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যবসা যেমন, অনলাইন পড়াশোনা, ওয়ার্ক ফ্রম হোম, ইলেকট্রনিক গ্যাজেট তৈরি প্রভৃতির সুযোগ পেয়েছে। স্যানিটাইজার, মাস্ক প্রভৃতি চিকিৎসা সামগ্রী তৈরিতেও এরা বিনিয়োগ করেছে। শেয়ার মার্কেট বা ফাটকা ব্যবসাতেও বিপুল টাকা ঢেলেছে এরা। আর কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষের আমানত ফাঁকা করে ব্যাঙ্কগুলি থেকে কোটি কোটি টাকা এদের যোগান দিয়েছে। ফলে ক্ষতি হওয়া তো দূরের কথা সংকটের মধ্যেও চালু এদের রমরমা ব্যবসা। আর গরিব মানুষ, ছোট ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্ত মানুষ সকলেই ক্রমাগত মালিকদের শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছেন সরকারি বদান্যতায়। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে গরিব মানুষ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের হাতে টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর স্লোগান ছিল ‘ভোকাল ফর লোকাল’। আসলে লোকালকে বাঁচানোর জন্য ভোকাল হওয়া নয়, লোকালকে বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ভোকাল হবার ডাক তিনি সেদিন দিয়েছিলেন। সেজন্যই তো করোনা অতিমারির সময়ে সাধারণ মানুষ যখন সর্বস্বান্ত, জীবন-জীবিকাচ্যুত হয়ে হাহাকার করছে তখন এদেশের ১ শতাংশ মানুষ নতুন করে বিলিওনেয়ারে তালিকার নাম তুলছে। এই বৈপরীত্যই এদেশের বাস্তব চিত্র। এই বৈষম্যের অবসান সম্ভব একমাত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে।

জীবনাবসান

দলের বেহালা পূর্ব আঞ্চলিক কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড গীতা চক্রবর্তী ২৯ অক্টোবর নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘ অসুস্থতার শেষের দিকে তিনি নিউমোনিয়া সহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

পঞ্চাশের দশকে বামপন্থী আন্দোলনের প্রভাবে ছোটবেলা থেকেই তিনি পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র দলের কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর পূর্বতন সদস্য প্রয়াত কমরেড বিপ্লব চক্রবর্তীর মাধ্যমে ধীরে ধীরে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন।

কমরেড গীতা চক্রবর্তী পাড়ায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর বাড়ি বেহালার কর্মীদের কাছে সব সময়ের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তিনি সকলের কাছে ‘ছোট মাসীমা’ হিসাবে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। একসময়ে এআইএমএসএস-এর বেহালা পূর্ব কমিটির সভাপতি ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ আয়োজিত চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষায় গত বছর পর্যন্ত অসুস্থ শরীর নিয়েও আঞ্চলিক পরীক্ষা কেন্দ্রে উৎসাহের সাথে অংশ নিয়েছেন। দু'বছর আগে পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে আনন্দের সঙ্গে গণদাবী বিক্রি, দলের প্রচার ও অর্থসংগ্রহে যে দায়িত্ব পালন করেছেন, তা শিক্ষণীয়।

তাঁর মৃত্যুসংবাদে পাড়ায় ও দলের কর্মীদের মধ্যে প্রবল শোকের আবহ সৃষ্টি হয়। করোনা আবহের জন্য প্রবীণরা সকলে উপস্থিত না হতে পারলেও উদ্বিগ্নভাবে তাঁর সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। তারই মধ্যে এলাকার অনেক সাধারণ মানুষ ও দলের কর্মীরা তাঁর বাসভবনে আসেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তীর পক্ষে আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড মিহির ঘোষ রায় তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন। আঞ্চলিক কমিটির পক্ষে কমরেড সোমনাথ মাইতি, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড প্রণতি কর, পুত্রবধূ আঞ্চলিক কমিটির সদস্য কমরেড প্রীতি তারণ, পুত্র কমরেড বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, এআইএমএসএস- এর পক্ষে কমরেড প্রীতি রায় সহ অন্যরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড গীতা চক্রবর্তী লাল সেলাম

দলের কলেজ স্ট্রিট-শ্রীমানী মার্কেট ইউনিটের সাথে যুক্ত কমরেড গোবিন্দ গোস্বামী ৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় আকস্মিকভাবে প্রয়াত হন। কমরেড গোস্বামী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কর্মচারী ইউনিয়নের সহ সভাপতি ছিলেন। ২০০৯ সাল থেকে তিনি কর্মচারী ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। সিপিএম আমলে কর্মচারী আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য তাঁকে সিপিএম পরিচালিত কর্তৃপক্ষ বহুবার বদলি করেছিল। কর্মচারী আন্দোলন গড়ে তোলার অপরাধে কর্তৃপক্ষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়নের ৭ জন নেতৃত্বকে একসাথে শো-কজ করেছিল। তাঁদের মধ্যে কমরেড গোস্বামী ছিলেন অন্যতম। অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে স্পষ্ট হয়ে যায়, এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। তদন্ত চলাকালীন কর্তৃপক্ষের পেটোয়া নেতারা অভিযুক্ত নেতাদের সাথে কর্তৃপক্ষের আপসের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কমরেড গোস্বামী সেই প্রস্তাব ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেন। কোনও একটি বিভাগীয় সভায় পরীক্ষা নিয়ামকের চরিত্র হননের যে অভিযোগ এনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়নের নেতাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল সেই সভায় কমরেড গোবিন্দ গোস্বামী আদৌ উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু এই মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে অন্যান্য কর্মচারী নেতাদের সঙ্গে একসাথে লড়াইয়ের জন্য কমরেড গোস্বামী কখনই তাঁর অনুপস্থিতির সাফাই দিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে মাথা নিচু করেননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের রাজ্য বেতন কমিশনে অন্তর্ভুক্তির দাবিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়নের অনশন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে গোবিন্দ গোস্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু অনশন ছেড়ে ওঠেননি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ কোঅপারেটিভে তহবিল তছরূপের বিরুদ্ধেও তিনি ইউনিয়নের নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়েছেন। আজীবন বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী কমরেড গোস্বামী সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এস ইউ সি আই (সি) দলের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী আন্দোলন হারাল এক সংগ্রামী নেতাকে। দল হারাল এক বিশিষ্ট কর্মীকে।

কমরেড গোবিন্দ গোস্বামী লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

মিড-ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ

কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত মিড ডে মিল প্রকল্পের কর্মীরা চরম বঞ্চনার শিকার। তাঁরা মাসে মাত্র ১৫০০ টাকা পান। তাও বছরে মাত্র ১০ মাস। তাঁদের কোনও প্রকার সামাজিক সুরক্ষা, পিএফ, পেনশন বা অবসরকালীন ভাতা দেওয়া হয় না।

'সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন' এর পক্ষ থেকে বহুবার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে এই বঞ্চনার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। কোনও ফল হয়নি। এই কর্মীরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা পরিবার থেকে আসা মহিলা। বেশিরভাগ পরিবারের পুরুষ সদস্যরা পরিযায়ী শ্রমিক। করোনা পরিস্থিতিতে তাঁরাও কর্মহীন। মিড ডে মিল কর্মীদের বহু পরিবার অর্ধাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। এই অবস্থায় ইউনিয়নের সদস্যরা হাওড়া গ্রামীণ জেলার ডাকে ১৯ অক্টোবর উলুবেড়িয়া স্টেশন থেকে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হন ও গরুহাটা মোড় অবরোধ করেন। পরে প্রশাসনের অনুরোধে মিছিল করে মহাকুমা অফিসের পাশে জমায়েত হয়ে একটি বিক্ষোভ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন মিড ডে মিল কর্মীদের পক্ষে মমতা মণ্ডল, টুসি আরিন্ধ, অশোকা ধোলে ও অন্যরা। এ ছাড়াও এ আই ইউ টি ইউ সি-র সংগঠক নিখিল বেরা বক্তব্য রাখেন।

১৬ অক্টোবর শ্যামপুরে, আমতায় পথ অবরোধ, বিক্ষোভ মিছিল ও বিডি অফিসে ডেপুটেশনের কর্মসূচি হয়।

প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে এক্সপ্রেস ঃ বঞ্চিত হবেন গরিব মানুষ

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে ২০০ কিলোমিটার বা তার বেশি দূরত্বে চলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলিকে এক্সপ্রেস তকমা দিয়ে চালানো হবে। এর ফলে ওই ট্রেনগুলির ভাড়া তিন থেকে চারগুণ বাড়বে। বহু ছোট স্টেশন, হল্ট স্টেশনে এই ট্রেনগুলি আর থামবে না। ফলে রেলের উপর নির্ভরশীল গরিব যাত্রীসাধারণ, ডেইলি প্যাসেঞ্জার, হকার, ভেন্ডার, কম পয়সার মাসিক টিকিটের অধিকারী পরিচারিকা, নির্মাণ কর্মী প্রভৃতি অংশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আর্থিক সমস্যায় পড়বেন। তাঁদের জীবিকা অর্জনই অনিশ্চিত হয়ে যাবে। একই সাথে ছোট ছোট স্টেশনের আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের যাতায়াত চরম সমস্যার মধ্যে পড়বে। ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিক, চাষের মরশুমের কৃষি শ্রমিকরাও খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়বেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ২ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের হাতে রেলকে বেচে দেওয়ার প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবেই কেন্দ্রীয় সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে। রেল যে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে তা রদ করে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার পরিষেবাকে জনসাধারণের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি এই জনবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান। এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানান।

মদ বিরোধী নাগরিক কমিটির বিক্ষোভ

তমলুকের রত্নালীতে মদের দোকানের লাইসেন্স বাতিলের দাবিতে 'মদ বিরোধী নাগরিক কমিটি'র পক্ষ থেকে ১৮ অক্টোবর তমলুক থানার ওসি এবং সিআই-এর বিরুদ্ধে দপ্তরে দেখানো হয়। এলাকায় দুটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান বন্ধের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে। এর ফলে একটি দোকান বন্ধ হয়েছে। আরেকটি দোকান 'সঙ্গম বার কাম রেস্টুরেন্ট বারেবারে খোলার চেষ্টা করছে। এলাকার মহিলাদের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই দোকানটি বন্ধের দাবি প্রশাসনের কাছে বারে বারে জানিয়ে এসেছে মদ বিরোধী নাগরিক কমিটি। সম্প্রতি দোকানটি আবারও খোলার চেষ্টা করছে সমাজবিরোধীদের মদতে। কাঁথির ভাজাচাউলিতে জনসাধারণের প্রতিবাদে একটি মদের দোকানের লাইসেন্স বাতিল হয়েছে। নাগরিক কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নুরুল ইসলাম, সঞ্জয় কর, কমিটির কার্যকরী সদস্য আমিনুল ইসলাম, নিতাই চন্দ্র প্রামাণিক, সূর্য চক্রবর্তী, শিক্ষক শম্ভু মান্নারা বলেন, কয়েক দিন আগেই আবগারি সুপার, জেলা শাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। তমলুক থানার ওসি এবং সিআইয়ের কাছে লাইসেন্স বাতিলের দাবি জানানো হয়েছে।

জয়নগর ও কুলতলিতে কর্মীসভা

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থানে কর্মীসভা আয়োজিত হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর কুলতলি বিধানসভার ভুবনেশ্বরী অঞ্চলে ১২০০-র বেশি কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে সভা করে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার এবং রাজ্য। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌরভ মুখার্জী।

কুলতলির ভুবনেশ্বরীর সভায় বক্তব্য রাখছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

১১ অক্টোবর রাজ্য সম্পাদকের পরিচালনায় বেলেদুর্গানগর ও মায়াহাউড়ি অঞ্চলের ২৫০ ব্যক্তির উপস্থিতিতে তারানগর মোড়ে কর্মীসভা হয়। বিভ্রান্ত হয়ে অতীতে তৃণমূল-বিজেপিকে সমর্থন করেছেন এমন অনেক ব্যক্তি নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে এই সভাগুলিতে যোগ দিয়েছেন। আলোচনার ফলে কর্মীদের মধ্যে তৃণমূল-বিজেপির দুষ্ট রাজনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে। একই সাথে সিপিএম দলের ভোট সর্বস্ব রাজনীতির জন্য যে যুক্ত বামপন্থী আন্দোলন গড়ে উঠতে পারল না সে বিষয়েও উপস্থিত কর্মীদের সচেতন করা হয়। এ দিন বিকালে জয়নগরের ময়দা অঞ্চলের ৪টি বুথের ৩৫০-র বেশি জনকে নিয়ে কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য কর্মীসভা করেছেন। সভায় প্রায় একশো মহিলা কর্মী উপস্থিত ছিলেন। তারানগর ও ময়দার দুটি কর্মীসভায় জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক এবং দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণ নস্কর বক্তব্য রাখেন।

এনআরসি-র প্রতিবাদে পূর্ব মেদিনীপুরে সভা

১৯ অক্টোবর সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালন করল এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি। এনআরসি প্রক্রিয়া বাতিল, সিটিজেন্স অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৩ বাতিল, এনআরসি-এনপিআর-সিএএ বিরোধী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের উপর রাষ্ট্রীয় আক্রমণ বন্ধ, গ্রেপ্তার হওয়া সমস্ত নেতা-কর্মীদের নিঃশর্ত দাবিতে এ দিন সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির ডাকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে পাঁশকুড়া, হলদিয়া, খেজুরী, তমলুক, কোলাঘাট, রামতারকহাট, নোনাকুড়ি, নন্দীগ্রাম, কাঁথি, এগরা, প্রতাপদিঘী সহ ১৩ জায়গায় মিছিল, পথসভা ইত্যাদির মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়। অনলাইনেও ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে প্রচার করেন নাগরিকরা।

হোসিয়ারি শ্রমিকদের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন

সরকার ঘোষিত নূন্যতম মজুরি অনুসারে রেট বৃদ্ধি সহ শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিতে ৮ নভেম্বর কোলাঘাট ব্লকের উত্তর জিয়াদা হাইস্কুলে হোসিয়ারি শ্রমিকদের দশম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দু শতাধিক হোসিয়ারি শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন। সভায় ২৬ নভেম্বর দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে হোসিয়ারি শ্রমিকরাও সামিল হবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়। সম্মেলন থেকে নারায়ণ চন্দ্র নায়ককে উপদেষ্টা, মধুসূদন বেরাকে সভাপতি, নেপাল বাগ ও তপন কুমার আদককে যুগ্ম সম্পাদক করে ৩৩ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com